এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন রূপে প্রতিক্ষণে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ উচ্চশিক্ষায় গুণগত মানে জোর, পাঁচ 'এডু-সিটি' গড়ার ঘোষণা
যত বিরোধিতা, ততই বিজেপির আশীর্বাদ, দাবি অর্জুন সিংয়ের ৩

কলকাতা ২২ জুলাই ২০২৬ ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.07.2026, Vol. 20 Issue No. 42, 8 Pages, Price 3.00

চুরি রুখতে নয়া অ্যাপ 'বিদ্যুৎ প্রহরী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিদ্যুৎ চুরি এবং বেআইনি হুকিংয়ের বিরুদ্ধে নজরদারি আরও জোরদার করতে নতুন মোবাইল অ্যাপ 'বিদ্যুৎ প্রহরী' চালু করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাপের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন তিনি।

সরকারি সূত্রের খবর, সাধারণ মানুষ সহজেই নিজেদের মোবাইলে এই অ্যাপ ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন। কোথাও বিদ্যুৎ চুরি বা বেআইনি হুকিংয়ের ঘটনা চোখে পড়লে অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এই অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাটি যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। তবে এক্ষেত্রে অভিযোগকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে বলেও প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান থেকে বেআইনি নির্মাণ নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সমস্ত বেআইনি ভবনের বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ দ্রুত বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।' এর পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপরও জোর দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনায় বেশি সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ বিল কমে।'

মঙ্গলবার এই সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু, প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ-সহ দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। এদিন মঞ্চ থেকেই সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজের হাতে ৫ কোটি টাকার অনুদানের চেক তুলে দেয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার অগ্রগতি নিয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছবি: অদিতি সাহা
কসবা বাস ডিপোয় ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।

পরিবহণের আধুনিকীকরণে একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবায় ৫০টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সরকারি বাসের উদ্বোধন করে মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও পরিবেশবান্ধব, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনমুখী করে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আজ ৫০টি পরিবেশবান্ধব বাস পরিষেবায় যুক্ত হল। এর মধ্যে ৪৩টি সিএনজি এবং ৭টি বৈদ্যুতিক বাস।' তিনি আরও বলেন, 'আগামী বছরে আরও এক হাজার নতুন বাস রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

সড়ক ছাড়াও রাজ্যে নদীপথ পরিবহণ নিয়েও বড় পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জেটিগুলির উন্নয়ন করা হবে। যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি পর্যটন ও পণ্য পরিবহণেও জলপথকে আরও কার্যকর করা হবে। সাধারণ নৌকো থেকে আধুনিক বিলাসবহুল নৌ-যান,

> কলকাতার মেট্রো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। তবে আসানসোল-দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্টেট মেট্রো গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের দায়িত্ব মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।
> -- শুভেন্দু অধিকারী

সবই আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।'

এছাড়াও এদিন রাজ্যের মেট্রো প্রকল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'কলকাতার মেট্রো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। তবে আসানসোল-দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্টেট মেট্রো গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের দায়িত্ব মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।'

পাশাপাশি, রাজ্য পরিবহণ দপ্তরে স্বচ্ছতা বাড়াতেও কড়া বার্তাও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মোটর ভেহিকলস দপ্তরে কোনও দালালচক্র বরদাস্ত করা হবে না। মোটর ভেহিকলস ইন্সপেক্টর ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বডি ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে। রাজ্যের সব দপ্তরের কাজ নজরদারির আওতায় আনা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ কোনও হয়রানির শিকার না হন।' একই সঙ্গে রাজ্যে ১৫ বছরের বেশি পুরনো বাণিজ্যিক যানবাহন নিয়ে তিনি বলেন, 'এ ধরনের গাড়ি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রশ্নফাঁস মহাপাপ, আটকানোর দায়িত্ব গোটা দেশের: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযানের পরের দিন নিট-কাণ্ড নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, প্রশ্নফাঁস মহাপাপ। তা রোখা গোটা দেশের দায়িত্ব।

এনডিএ সংসদীয় দলের 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ কথা জানান। বলেন, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দোষীদের সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি সাংসদদের বার্তাও নিয়েছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিশুদের উস্কানি দেবেন না, ওদের সঠিক পথ দেখান।'

সংসদের লাইব্রেরি ভবনের জিএমসি বালাযোগী অডিটোরিয়ামে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ভুল পথে চলে যাওয়া খুব সহজ। কিন্তু সঠিক পথে ফিরে আসা অনেক বেশি কঠিন। তাই তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের। সেটাই আমাদের কর্তব্য।' পরে রিজিজু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সব পক্ষকে একযোগে এমন একটি ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভুল পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও সুযোগ না থাকে।'

গত ৩ মে ডাক্তারির সর্বভারতীয় পরীক্ষা হয়। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষায় বসে। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই প্রকাশ্যে আসে প্রশ্নফাঁসের খবর। বাধ্য হয়ে পরীক্ষা বাতিল করে এনটিএ। হতাশায় বহু পড়ুয়া আত্মঘাতী হন। দেশজুড়ে দাবি ওঠে, পদত্যাগ করুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানে অনড়। ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা দাবি করে ২৪ দিন ধরে অনশন করছেন লাদাখের শিক্ষাবিদ সোনম। সোমবার সংসদ অভিযানে শামিল হন ককরোচ জনতা পার্টির লক্ষাধিক সদস্য। কিন্তু এতকিছুতেও নিট নিয়ে একটিও শধ খরচ করেননি প্রধানমন্ত্রী।

অবশেষে নিটকাণ্ডের নিন্দা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে। মঙ্গলবার এনডিএর সংসদীয় বৈঠক ছিল। সেখানেই মোদী বলেন, প্রশ্ন ফাঁসটা ঘোর পাপ হয়েছে। তবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরকার পদক্ষেপ করেছে। যুবসমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করাটা সরকারের দায়িত্ব। ১৩ জন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই জেলে পাঠানো হয়েছে। মোদীর কথায়, এই নিয়ে ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।

মোদীর বাড়ির সামনে ধরনা, আটক রাহুলরা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোককল্যাণ মার্গের মতো উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ না করার বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের অদূরে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা-সহ কংগ্রেস সাংসদেরা রাতভর ধরনার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। তাতে যোগ দিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও। কিন্তু সন্ধ্যাতেই তাঁদের আটক করে বাসে তোলে দিল্লি পুলিশ।

কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত 'বরফ গলেনি'। সূত্রের খবর, রাহুলেরা চারটি দাবিতে রাতভর ধরনায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পাশাপাশি, পুলিশি অত্যাচারের দায় স্বীকার করে মোদী সরকারের ক্ষমাপ্রার্থনা, সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বাদ অধিবেশনে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দিল্লিতে ছাত্র-যুবদের মিছিলে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে 'পুলিশি হামলা'র প্রতিবাদে মঙ্গলবার মোদীর বাংলোর সামনে ধরনায় বসার আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল এক্স পোস্টে লেখেন, 'শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা মানে প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের ওপর হামলা। প্রধানমন্ত্রী মোদী মনে করেন যে তিনি কোনও জবাব না দিয়েই, কোনও পরিণতির মুখোমুখি না হয়েই পার পেয়ে যাবেন; পারবেন না, এবার তো একেবারেই না। আমি প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের কাছে আবেদন জানাই, যিনি বিশ্বাস করেন যে আমাদের শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার পাওয়া উচিত; প্রধানমন্ত্রী আবাসনের সামনে

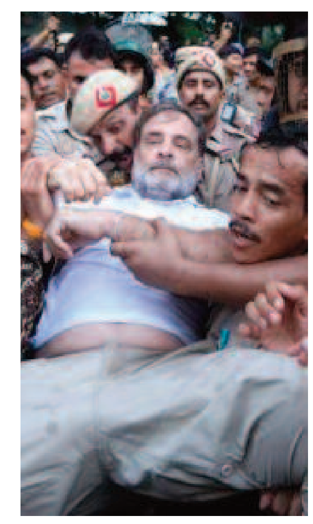

আমাদের ধরনায় যোগ দিন। ভারতের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা যায় না।'

কংগ্রেস সাংসদদের পাশাপাশি দুই কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেরলের ভিডি সতীশন এবং কর্নাটকের ডিকে শিবকুমারও মঙ্গলবার যোগ দেন রাহুলদের ধরনা-বিক্ষোভে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর লোককল্যাণ মার্গের বাংলোর অদূরে ধরনা-বিক্ষোভ শুরু করার পরে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্গত ওই এলাকা থেকে ধরনা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তিনি। এর পরে ধরনাস্থল থেকে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আবার লোককল্যাণ মার্গে ফিরে যান জিতেন্দ্র। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন ধরনার প্রত্যাহারের জন্য শাহের আবেদনের কথা জানান কংগ্রেস নেতৃত্বকে। কাজ না হওয়ায় ধরনার স্থান থেকেই রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশদের আটক করে দিল্লি পুলিশ।

'যাঁদের যেতে ইচ্ছে, চলে যান', নতুন সংগঠন গড়ে তোলার বার্তা তৃণমূল নেত্রীর

রাজঘাটে শহিদ-স্মরণ সুদীপদের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর এখন একদা শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। এবছর ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে তাই নানা মঞ্চ। তার মধ্যে একটি দিল্লির রাজঘাট। সেখানে তৃণমূলত্যাগী এনসিপিআই সাংসদরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সংসদ অধিবেশনের মাঝেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, ইউসুফ পাঠান, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা। তবে আসেননি দেব, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষ-সহ ৯ জন।

এনসিপিআই সাংসদরা আগেই জানিয়েছিলেন, এসময় তাঁরা সংসদ অধিবেশনের জন্য দিল্লিতে থাকবেন। তাই সেখানেই তাঁরা শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান করবেন। সেইমতো মঙ্গলবার বেলার দিকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১২ জন সাংসদ রাজঘাটে পৌঁছন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের হাতে ছিল ফুলের ঝুড়ি। রাজঘাটে শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তিরানব্বইয়ের শহিদদের শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।

আবার ফিরব, মমতার আক্রমণ দলত্যাগীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ২১ জুলাইয়ের সভা থেকে বিজেপি সরকারকে একের পর এক ইস্যুতে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা গভীর সংকটে পড়েছে।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। মঙ্গলবার কালীঘাট-তৃণমূল শিবির ছেড়ে যাওয়া নেতাদের উদ্দেশে মমতার মন্তব্য, 'যারা চলে গিয়েছে, তারা বিজেপির পাশবালিশ না হয়ে সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিক। তাদের জায়গা আমাদের ছাত্র-যুবরাই পূরণ করবে।'

এদিন মমতা বলেন, 'অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, শিক্ষানীতিতেও ধস নেমেছে। যাঁদের জীবন নষ্ট হয়েছে, তাঁদের জীবন কী করে ফিরিয়ে দেবেন?' তাঁর অভিযোগ, বুলডোজার অভিযানের জেরে বিপুল সংখ্যক হকার জীবিকা হারিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, '২০ লক্ষ হকারের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। মিড ডে মিল থেকে ডিম তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মীদের দিয়ে সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছে, অথচ ছ'মাসের ডিএ দেওয়া হয়নি। মাছের তেলেই মাছ ভাজছে।' তৃণমূলের দলত্যাগ প্রসঙ্গেও মঙ্গলবার স্পষ্ট বার্তা দেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, 'যাঁদের যেতে ইচ্ছে, তাঁরা বিজেপিতে চলে যান।

আমার ছাত্র-যুবরাই দলকে আবার ভরে দেবে। ১৯৯৭ সালের মতো আবার ফিরব, আপনাদের হারিয়েই ফিরব।'

পাশাপাশি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নাম না করে কটাক্ষও করেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমি মুখ খুললে গত ১০ বছরের সব কথা বলে দেব। তৃণমূলে থেকে কে কী করেছে, সব মুখোশ খুলে দেব।'এছাড়াও তৃণমূল দলের প্রতীক নিয়ে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়ে মমতা বলেন, 'আমাদের প্রতীক বা সম্মান কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে আমরা চুপ করে থাকব না। প্রয়োজন হলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করব।'

সভামঞ্চ থেকে এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'জেলায় জেলায় গিয়ে নতুন করে সংগঠন গড়ে তুলব। ভয় পেলে চলবে না। বিজেপির ভাত খাওয়ার থেকে জেলের ভাত খাওয়া ভালো।'

অভিষেকের হাত ছাড়ুন, কর্মীদের হাত ধরুন: মদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাই মেয়ো রোডে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের সভা থেকে কালীঘাট-তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে একাধিক মন্তব্য করেন মদন মিত্র। একদিকে তিনি মমতার রাজনৈতিক অবদানের প্রশংসা করেন, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করেন।

মঙ্গলবার তার বক্তব্যের শুরুতেই মদন বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস আজকের জায়গায় পৌঁছত না। তাঁকে কোটি কোটি সেলাম জানাই।' এরপরই মমতার উদ্দেশে তাঁর আবেদন, 'আপনি অভিষেকের হাত ছেড়ে তৃণমূলের সাধারণ কর্মীদের হাত ধরুন। অভিষেক এক ঘণ্টার সময় দিয়েছে, আমি আপনাকে এক মাস সময় দিচ্ছি।'

'শহিদ দিবস রিয়্যালিটি শো নয়', তির ঋতব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাই মেয়ো রোডের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর নেতৃত্বকে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ দিবসের কর্মসূচির ধরন থেকে শুরু করে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ-সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরেন তিনি। এদিন ঋতব্রত বলেন, '২১ জুলাই শহিদ দিবস, কোনও রিয়ালিটি শো বা ক্যাটওয়াকের মঞ্চ নয়। এটি শহিদদের স্মরণ করার দিন।'

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই নিহতদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার প্রণাম।' এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে তাঁর প্রশ্ন, '২১ জুলাইয়ের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হল না কেন? কী বাধা ছিল?'

সভায় যোগ দিতে আসা কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও তোলেন ঋতব্রত। তাঁর দাবি, 'সকাল থেকে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।' তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি। ঋতব্রতের কথায়, 'এতদিন মঞ্চে জায়গা পেতেন সিরিয়াল বা সিনেমার তারকারা। অথচ যাঁরা সংগঠন গড়েছেন, কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং মিথ্যা মামলায় তাঁদের জন্য লড়েছেন, সেই রাজনৈতিক কর্মীরা গুরুত্ব পেতেন না।'

সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ে মৃত অন্তত ১১

গ্যাংটক, ২১ জুলাই: দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার সমরডুং-এ এনএইচপিসি টানেলে ভয়াবহ ধস ও মিথেন গ্যাস লিক হয়ে ১১ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ৭ জন পশ্চিমবঙ্গের চা বাগান শ্রমিক ছিলেন, এর মধ্যে মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনের তিনজন বাসিন্দা (বাইকিসের ওরাওঁ, গ্যাবরিয়েল টিগ্গা এবং শিবা ওরাওঁ) প্রাণ হারান। স্বভাবতই এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। ধসের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনার পরই সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, সুড়ঙ্গের ভিতরে এখনও আটকে ১৫ শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুড়ঙ্গের ভিতরে মিথেন গ্যাস লিক করায় উদ্ধারকাজে বেগ পেতে হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া বৃষ্টির কারণেও উদ্ধারকাজ বাধা পাচ্ছে।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কত জন শ্রমিক ভিতরে আটকে রয়েছেন সেই সংখ্যাটি স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন নামচির জেলাশাসক অনুপ তামাং। তবে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নামচির পুলিশ সুপার সোনম দলমা ভুটিয়া জানিয়েছেন, ১৫ জন শ্রমিক ভিতরে আটকে রয়েছেন।

উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এনএইচপিসি, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), সিকিম পুলিশ, দমকল-সহ বেশ কয়েকটি উদ্ধারকারী দল। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, মিথেন গ্যাস লিক করছে। ফলে সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢোকা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। আটকে থাকা শ্রমিকদের

সিকিম

উদ্ধারে নেমে কয়েক জন উদ্ধারকারী মিথেন গ্যাসের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সোমবার নামচির সামারদুং এলাকার তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে ধস নামে। ভিতরে আটকে পড়েন বেশ কয়েক জন শ্রমিক। ধসের জেরে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ হয়ে যায়।

ফলে ভিতরে থাকা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে হঠাৎই বিকট শধ শোনা যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে ধস নেমে সুডঙ্গমুখ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ১০৮ নং জে. এল. ভুক্ত, ফুলেশ্বর মৌজায় হাল বা এল. আর ৩৫৪৪ নং ও ৩৫৮০ নং খতিয়ানে লিখিত সাবেক বা আর. এস. ১২১৪ নং দাগ হইতে আগত হাল বা এল আর ১১৭২ নং দাগে ১০ শতক শালি বর্তমানে পরিবর্তিত বাস্তু সম্পত্তি যাহা ১) বাবলু রায়, পিতা- বিজয় রায়, ২) পদ্মারানী রায়, স্বামী- বাবলু রায় মহাশয়/মহাশয়ার নিকট হইতে উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে বিগত ইংরাজী ২৭/০৯/২০১৩ তারিখে।-০ ১৮০ নং General Power of Attorney বা আমমোক্তার দলিল মূলে ভ্রমর কুমার সাধুখাঁ, পিতা- মৃত সতীশ চন্দ্র সাধুখাঁ মহাশয় General Power of Attorney নিয়াছেন। তদপর ভ্রমর কুমার সাধুখা মহাশয় General Power of Attorney দলিল মূলে উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে বিগত ইংরাজী ২৩/০৬/২০২৬ তারিখে।-৩২৯৮ নং বিক্রয় সাফ কোবালা পত্র দলিল মুলে আমার মক্কেল কুশবেড়িয়া গ্রাম নিবাসিনী আশা খাঁড়া, স্বামী- সুভাষ খাড়া মহাশয়াকে উক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩.৭০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত বিক্রয় সাফ কোবালা পত্র দলিল মূলে রেকর্ড করিবার মনস্থ করিয়াছে। এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে B. L. & L. R. O. Uluberia-I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, নতুবা রেকর্ড হইবার পর কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

শীর্ষেন্দু মুখার্জী, আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত
২০২১ সালের ১৬০ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

বাদী - ১। শংকর কর্মকার পিতা ৺রাধেশ্যাম কর্মকার **২। অনিমা কর্মকার** স্বামী শ্রী শংকর কর্মকার সর্ব সাং- সিংহি বাগান সিমলা (সি, টি) পোঃ চুঁচুড়া আর, এস, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী।

বনাম

বিবাদী - কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে, গত ইংরাজী ০৮।১২।২০০৮ তারিখে সিংহি বাগান শীতলা মন্দিরের পিছনে ১ নং কোদালিয়া পোঃ ও থানা চুঁচুড়া জেলা হুগলীর নিবাসী শংকর কর্মকার ও অনিমা কর্মকারের পুত্র **সমীর কর্মকার** বয়স ১৫ বৎসর, শ্যামলা বর্ণ নিখোঁজ হইয়াছে। কাহারও তাহার সন্ধান জানা থাকিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর দ্বারা জ্ঞাত করিবেন, অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইনানুগ চূড়ান্ত ডিক্রী প্রচারিত হইবে।

বাদী পক্ষের আইনজীবী
শ্রী অশোক কুমার ব্যানাজ্জী ,উকিলবাবু
রথতলা, বড় বাগান।

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর বৈরাগী, সেরেস্তাদার,
জেলা হুগলী প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত, চুঁচুড়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে জুলাই, বুধবার, ৫ই শ্রাবণ। অষ্টমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধর বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি-বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ বৌদ্ধদেব আবির্ভাব তিথি। সাহিত্যিক প্যারিচাদ মিত্র র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। মা নলাটেশ্বরী সার্বজনীন পূজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি পরান দেশয়ালী ১৬/০২/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ঝর্ণা দেশয়ালী ও ঝর্ণা রায় উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম, আমার আসল নাম ঝর্ণা দেশয়ালী গ্রাম- বীরপুর, পোষ্ট- নাকাশী পাড়া, নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি পরান দেশয়ালী ১৬/০২/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে পরান দেশয়ালী ও পরান রায় উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম, আমার আসল নাম পরান দেশয়ালী গ্রাম- বীরপুর, পোষ্ট- নাকাশী পাড়া, নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I Mala Das W/o Shibnath Das, Vill+ P.O.- Kundira, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, Pin- 731130, on 15/7/24 before Suri Executive Magistrate Court vide affidavit (No. 5941) I Mala Das & Mala Das Baisnab is same & one Identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Tuhina Begum,** D/O Nazrul Islam and wife of Obedur Rahaman, residing at Vill- Lohapur Bazar, Post- Lohapur, P.S.- Nalhati, Dist.-Birbhum, Pin-731237. Declare that my name spelling and my father's name spelling is wrongly recorded in my passport as Tuhina Begam and Md Nazrul Islam. Passport No-M6143393. The correct name spelling of my name and my father's name is Tuhina Begum and Nazrul Islam. Both refer to the same person. Affidavit sworn before 1st class judicial Magistrate, at Rampurhat, Dist.- Birbhum, on 7th May 2026.

AFFIDAVIT

I, **TARA DEVI SINGH** D/O Baro Singh residing at 140, Collin Street, Park Street, P.O. & P.S. - New Market, Kolkata - 700016, W.B. do hereby declare vide affidavit before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah dated 15.06.2026 that my correct and actual name is TARA DEVI SINGH and it is recorded in my Aadhaar Card but my name has been wrongly recorded as TARA SINGH in my son namely Ajay Singh's Marks Statement, Migration cum transfer certificate and provisional certificate of senior secondary school examination being Roll. No. 22001993101 issued by the NIOS. TARA SINGH and TARA DEVI SINGH is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 15585 নং এফিডেভিড বলে আমি, Shaik Jummanali, S/o. Late Shaik Sorabah Ali, R/o. Nababpur, Chanditala, Hooghly-712701, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 3280, dated 31.12.1995, D.O.B. 28.11.1995) আমার পুত্রের সঠিক নাম Shaik Nizamuddin Ali-এর পরিবর্তে Nizamuddin লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Shaik Nizamuddin Ali লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Shaik Nizamuddin Ali ও Nizamuddin, S/o. Shaik Jummanali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12106 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipanjan Roychoudhury ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Durga Shankar Roychoudhury ও D Sankar Roychowdhury, Durga Sankar Roychoudhry সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 20/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12480 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sahabuddin S/o. Sk Sirajuddin ও Sekh Sahabuddin S/o. Sekh Sirajuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12624 নং এফিডেভিট বলে আমি Gouranga Mohan Sil S/o. Balaram Sil ও Gouranga Mohan Seal S/o. B Seal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Mausumi Santra, D/o. Rabin Malik, সাং কালিপুর (মহিশাল পাড়া), গড়লগাছা, ডানকুনি, হুগলী-৭১২৭০৮, ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Salma Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। 01/11/2025 তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 148 নং এফিডেভিট বলে আমি Salma Begum ও Mausumi Santra, D/o. Rabin Malik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12447 নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanta Guchait S/o. Ratikanta Guchait ও Prashanta Guchait S/o. Rati Kanta Guchait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12448 নং এফিডেভিট বলে আমি Shishirendu Das S/o. Gobinda Das ও Sisirendu Das S/o. G. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12450 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Saidul Haque S/o. Sekh Enamul Haque ও Sk. Sahidul Haque S/o. Sk. Enamul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12443 নং এফিডেভিট বলে আমি Amitava De S/o. Parbati Charan De ও Amitava Dey S/o. P C Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17550 নং এফিডেভিড বলে আমি Arbind Shaw S/o. Bijay Shaw, Arvind Shaw, Arvind Shaw S/o. Bijay Shaw ও Arabinda Show S/o. V Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 28 নং এফিডেভিড বলে আমি Lokesh Kumar Halder ও Lokesh Halder S/o. Paritosh Kumar Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ক্রয়-বিক্রয়

আমরা, (১) শ্যামলী মন্ডল, স্বামী- নারায়ন মন্ডল, সাং-পায়রাডাঙ্গা, পোঃ- আসাননগর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, (২) প্রমিলা সরকার, স্বামী- রবীন সরকার ও (৩) অমেলা বিশ্বাস (হাজরা), স্বামী- টিটুন বিশ্বাস, উভয়ের সাং ও পোঃ- ভায়না, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, আমাদের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের ৬১ নং হেলেঞ্চা মৌজায় ৬৪৮ নং দাগে ১৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন- ৮০১৬০৪৭২৫৭।

আমি, শ্রীমতী মাধবী ঘোষ, স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, সাকিম- রিষড়া, পাঁচলোকী (ঘোষপাড়া), পোঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৫০, আমমোক্তার গ্রহীতা- ০৬' আগষ্ট ২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, বুক নং-I, দলিল নং- ২৪১৬/২০২৫, ভ্যলুম নং- ০৬০৪, পাতা ৫৮৮২০ থেকে ৫৮৮৩২, আমমোক্তার নামা দাতা ১) শ্রী সুবিমল ঘোষ, উনি আমাকে রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন। মৌজা-মাধবপুর, জে.এল. নং-৭, এল.আর. দাগ-৪৩০, খতিয়ান-৩৫৭, শ্রেনী-বাগান, পরিমান-০.০২৭ সহঃ সম্পত্তি হইতেছে।

ক্রেতা-শ্রীমতী অঞ্জু দাস, স্বামী-শ্রী গহরী দাস, সাকিম- মালাপাড়া, কালীতলা, পোঃ- গোন্দলপাড়া, থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৬।

এই আমমোক্তার নামায় যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গুর খলিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সত্বর যোগাযোগ করুন।

PUBLIC NOTICE

This is to inform all conern that I, CA Abhishek Dugar (Memb 313891), son of Late CA Mahendra Kr Dugar, intends to purchase/ transfer his goodwill of his proprietary firm M K Dugar & Co FRN :318078E, having it's registered office at Canning Street Kolkata-700001, due to his death on 5.10.25.

Any person having objection against transfer may raise the same in writing within 14 days directly to:

Ms. Anindita Kundu,
Dy. Secy and ERO Head, ICAI
ICAI Bhawan, 382/A,
Prantik Pally, Rajdanga, Kasba,
Kolkata – 700107

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
প্রবেট কেস নং ১২/২০২৫

Petitioner : Surabhi Dutta, D/O- Sujan Kumar Dutta of Petnipukur Lane (Now Uday Kr. Mitra Sarani), Radhanagar, P.O.- Ghurni, P.S.-Kotwali, Dist.-Nadia, Pin.-741103.

Citees: a) Anjana Chakraborty, W/O- Sujan Kumar Dutta, D/O- Lt. Sasanka Chakraborty @ Sasanka Kumar Chakraborty, Of Petnipukur Lane (Now Uday Kr. Mitra Sarani), Radhanagar, P.O.-Ghurni, P.S.-Kotwali, Dist. Nadia, Pin- 741103.

b) Anjan Chakraborty, S/O- Lt. Sasanka Chakraborty @ Sasanka Kumar Chakraborty, Of Petnipukur Lane (Now Uday Kr. Mitra Sarani) Radhanagar, P.O.- Ghurni, P.S. Kotwali, Dist.- Nadia, Pin.-741103

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পেত্নীপুকুর লেন (বর্তমানে উদয় কুমার মিত্র সরণী), রাধানগর, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া নিবাসী মৃত শর্মিলা চক্রবর্তী, পিতা- মৃত শশাঙ্ক চক্রবর্তী ওরফে শশাঙ্ক কুমার চক্রবর্তী গত ইংরাজির ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে নিম্ন "A" তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া তাহার দিদির কন্যা সুরভী দত্ত, পিতা- সুজন কুমার দত্ত, সাং- পেত্নীপুকুর লেন (বর্তমানে উদয় কুমার মিত্র সরণী), রাধানগর, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী জেলা নদীয়া -কে একটি উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং যাহা সম্পূর্ণ হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং উক্ত উইলে তাহার দিদির কন্যা সুরভী দত্তকে এক্সিকিউটর নিয়োগ করিয়াছেন, যাহার নম্বর- III 19/2023। উক্ত প্রবেট লইবার মর্মে উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্রাদালতে উপরোক্ত নম্বর প্রবেট মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন, ইহাতে আপনার / আপনাদের কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আপনি / আপনারা স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু দ্বারা কারণ দর্শাইবেন নচেৎ উক্ত মামলাটি আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

"A" Schedule

Dist.- Nadia, P.S.-Kotwali, under 94 No. Gobindasarak Mouza,

Khatian No.; Plot No.; Class.; Area: L.R. 5606 L.R. 2168/2188; Bari; 00.2675 Decimals.

"B" Schedule

Valuation of Land area measuring 00.2675 decimals approximately at the rate of 2,00,000/- (Two Lakhs Rupees) Funeral Expenses- Rs. 50,000/- (Fifty Thousand Rupees).

আদেশানুসারে,
Chaitali Agarwala
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ১৫/৭/২৬

বিজ্ঞপ্তি

জিলা হুগলী, সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত
রেফাঃ- অ্যাক্ট ৩৯ কেস নাম্বার ১৭ / ২০২৬
দরখাস্তকারীগন - ১) শ্রীমতি অহমিতা মল্লিক ২) ঈশানী মল্লিক

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে ২৯৮, ডঃ জে. এল. দে রোড, ঘুড়িয়াবাজার, পোঃ - তামলিপাড়া, থানা - চুঁচুড়া, জিলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১০৩, নিবাসীর অধুনামৃত **পার্থ মল্লিক**, পিতা - মৃত সুসান্ত মল্লিক, মৃত্যু কালীন তাহার এল আই সী, এবং তার এজেন্সি কোড নং- ০৮০৭৪৪৪৩, লাইফ ইনস্যুরেন্স করপরেশান অফ ইন্ডিয়া, চুঁচুড়া ব্রাঞ্চ এ **২০,২৮,০০০/- (কুড়ি লক্ষ আঠাশ হাজার) টাকা** মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। অত্র দরখাস্তকারীগন মৃত পার্থ মল্লিকের স্ত্রী এবং কন্যা বিধায় উপরোক্ত অর্থ সংক্রান্তে সাকশেসন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত আদালতের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগনের উক্ত প্রার্থনা মোতাবেক যদি কাহারো কোনরুপ দাবী অথবা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপন দাবী পেশ করিবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমায় একতরফা বিবেচিত হইয়া যথা বিহিত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীগণের তরফ উকিলবাবু
শ্রী সন্দীপ কুমার শীল (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত

আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
জিলা - হুগলী, সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত

In the 3rd Court of the Ld. Civil Judge (Sr.Div.)
Paschim Medinipur
T.S No .21/2013
Sri Nayantara Paul and others —Plaintiffs
Vs
Shyamapada Ghosal and Others —Defendants

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ **ঝর্ণা পাঁজা**, স্বামী- আলোক সাং- তিলারি, থানা - গোঘাট, হুগলী, মায়া রায় স্বামী- অসিত সাং+ পোস্ট- ভাদুতলা পশ্চিম মেদিনীপুর, লক্ষ্মী ব্যানার্জি স্বামী-গোপাল সাং+পো.+থানা- বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, **অশোক কর, বুলু কর, অরুণ কর, অজয় কর, স্বপন কর** সর্ব্বপিতা ৺গোবিন্দ, **স্বপন কুণ্ডু, তপন কুণ্ডু, তরুণ কুণ্ডু, অরুণ কুণ্ডু, দেবাশিস কুণ্ডু, শুভাশিস কুণ্ডু, শীতল কুণ্ডু** সর্ব্বপিতা ৺রঘুনাথ, **মঞ্জু কুণ্ডু** স্বামী- রঘুনাথ, **দীশা কুণ্ডু, পারুল কুণ্ডু** উভয় পিতা ৺কিশোরী, **অশোক কুণ্ডু, আলোক কুণ্ডু, আল্পনা কুণ্ডু, কল্পনা কুণ্ডু, সন্ধ্যা কুণ্ডু** সর্ব্বপিতা ৺রাধামোহন, **শঙ্করী কুণ্ডু** স্বামী রাধামোহন, **গোপিনাথ কুণ্ডু, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, কাশীনাথ কুণ্ডু, প্রশান্ত কুণ্ডু,ভবানী কুণ্ডু, মালতি কুণ্ডু** সর্ব্বপিতা যুগল চন্দ্র, **শিশুবালা দাস** স্বামী- নন্দলাল সর্ব্ব সাং+পো+থানা- ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **বনানি দে** স্বামী- সুবল, সাং+ পোস্ট- কান্তড়, থানা-গোয়ালতোড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **শিখা মল্লিক** স্বামী- অমর, সাং- মানিকপাড়া, থানা+ জেলা- ঝাড়গ্রাম, **শ্যামলী রক্ষিত** স্বামী- কার্ত্তিক, সর্ব্বসাং+ থানা- বিষ্ণুপুর , বাঁকুড়া, **কবিতা প্রমানিক, ববিতা প্রামাণিক** উভয় পিতা- রাজেন্দ্র প্রামাণিক, **রাজেন্দ্র প্রামাণিক** পিতা অজ্ঞাত সর্ব্বসাং- আলমপুর, থানা- শাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২ জানানো যাইতেছে যে **নয়নতারা পাল** দিং- গড়বেতা থানার অন্তর্গত তলবেতা মৌজার ৫৬ দাগ সহ আরো ১৭ টি দাগ লইয়া ভাগ বণ্টনের নিমিত্ত অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। বাদীগণের উক্ত মোকর্দ্দমার কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইবার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া জবাব দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Smt. Nivedita Mukherjee Majumdar,
সেরেস্তাদার
Sdr. Civil Judge (Sr. Divn.)
3rd Court, Paschim Medinipur
28/4/26

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) 2nd Nadia at Krishnagar
T.S. 174/2024
Plaintiff: Ashalata Pal.
-Vs-
Defendant- Durjadhan Rajowar & other

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া বাদী আশালতা পাল সিভিল জজ (সি.ডি.) ২নং কৃষ্ণনগর নদীয়া আদালতে টি. এস. ১৭৪/২০২৪ নং বিভাগ বন্টনের মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমায় ১০ নং বিবাদী যথা সুকুমার বন্ধোপাধ্যায়, পিতা- অনিল গোপাল বন্ধোপাধ্যায়, সাং ও পোঃ দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, ১২ নং বিবাদী যথা তাপসী পাল, ১৩ নং বিবাদী যথা- মীরা পাল, ১৪ নং বিবাদী হীরা পাল, সর্ব পিতা- ভগীরথ পাল, সাং- শিবনগর, পোঃ দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, ১৭ নং বিবাদী রেহেনা বিবি, স্বামী- জাকির মোল্লা, ১৮ নং বিবাদী জাকির মোল্লা, পিতা- আব্দুল রহিম মোল্লা, উভয়ের সাং- আরলবেগিয়া, পোঃ পালিতবেগিয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে স্বয়ং অথবা অন্যথায় আপনাদের নিযুক্ত উকিল দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

-তপশীল-

কালেকটারী- নদীয়া, থানা- কালীগঞ্জ, মৌজা- ৬০নং দেবগ্রাম,

খতিয়ান নং- আর. এস. ৭৫০৫, এল. আর. ১৩১০, ৫৪৩৮, ৮৮১৯, ১৩৩০২, ১৩৬১৬, ১৩৮৫৯, ১৯৪৩০, ২১৩৭৭, ১৩৩৩১, ২৩৮৩৫, ২৩৮৩৬, ২৩৯০৬, ২৩৯০৭, ২৩৯০৮, ২৪৪০৭, ২৪৪০৯, ২৪৪৯১, ২৪৫৬৯, ২৪৭২১, ২৪৭৩১, ২৫০৪৭।

দাগ নং- আর. এস. ৪৫২২/৯৯২১, এল. আর. ৫৫০৪। **ধরন-** আউশ।

পরিমান- ১৮৪ শতক।

আদেশানুসারে
রাজ নারায়ণ ব্যানার্জ্জী
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সি. ডি.) ২নং কৃষ্ণনগর,
১৭/৪/২০২৬,

তরুণ-তরুণীকে ধাক্কা দিয়ে গঙ্গায় ফেলার অভিযোগ বন্ধুদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন ব্যারাকপুর: তরুণ-তরুণীকে ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁদেরই বন্ধুদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে সোমবার সন্ধেয়। গঙ্গায় পড়ে গিয়ে নিখোঁজ দু'জনের খোঁজে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চলে। মঙ্গলবার ছেলেটির দেহ উদ্ধার হয়েছে। মেয়েটির দেহ নিখোঁজ এখনও।

নিখোঁজ তরুণী ঐন্দ্রিলা কর্মকার ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া বালক সংঘ মাঠ সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দা। আর একজন ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর বড়ুয়া পাড়ার বাসিন্দা অভিষেক মণ্ডল। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ গঙ্গায় নিখোঁজ তরুণ-তরুণীর দুই বন্ধু কুশল সাউ ও আশুতোষ সিংকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

জানা গিয়েছে, ধৃত কুশল জগদ্দলের আতপুর বাজার পাড়ার বাসিন্দা। আর আশুতোষের বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ার হিন্দ মোটরে। অভিযোগ উঠেছে, অন্য কোথাও নেশাভান করে চারজন নবাবগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে যায়। সেখানে নিজেদের মধ্যে ওদের বচসা বাধে। বচসা চলাকালীন দু'জন অভিষেক মন্ডলকে ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলে দেয়। ঐন্দ্রিলা তা দেখে ফেলায়, প্রমাণ লোপাটের জন্য তাঁকেও ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলে দেবার অভিযোগ উঠেছে। অভিষেকের মা রূপা মণ্ডলের অভিযোগ, ঘটনার মূল পান্ডা গারুলিয়ার বাবু কোয়ার্টার এলাকার বাসিন্দা নানাই। দু'দিন আগে নানাই তাঁকে ফোন করে বলেছিল, অভিষেক হাতে ট্যাটু করেছে। ওর কাছে নানাই নাকি আড়াই হাজার টাকা পায়। সেই টাকা না-পেলে হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল নানাই।

রূপাদেবীর দাবি, ছেলেকে নেশাভান করিয়ে পরিকল্পনা মাফিক গঙ্গায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি নানাই বাইক নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসেছিল। ঘটনার পর নানাই গঙ্গার ঘাট থেকে পালিয়ে যায়। অপরদিকে ঐন্দ্রিলার বাবা অরিজিৎ কর্মকার জানান, বান্ধবীর বাড়ি যাওয়ার নাম করে মেয়ে সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বিকেল থেকে ওর ফোন সুইচ অফ ছিল। কিন্তু রাত ২.১০ নাগাদ মেয়ের ফোন অন হয়েছিল। যদিও তখন ওর ফোনটা ব্যস্ত বলছিল। তাঁর অভিযোগ, মেয়েকে ধাক্কা মেরে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন নিখোঁজ তরুণ-তরুণীর পরিবার। যদিও এই ঘটনার নিয়ে একটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজন গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে নাকি দু'জনকেই ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বদলির ক্ষেত্রে 'সুপারিশ-সংস্কৃতি'র বদলে স্বচ্ছ নীতি আনার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বদলির ক্ষেত্রে 'সুপারিশ-সংস্কৃতি' বন্ধ করে স্বচ্ছ নীতি আনার বার্তা দিল রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলেও জানালেন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ।

মঙ্গলবার বিধানসভায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বাজেটের ওপর আলোচনার জবাবি ভাষণে মন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের আমলে শিক্ষকদের বদলি ছিল ব্যক্তি ও প্রভাবনির্ভর। যাঁরা ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বা বিশেষ সুবিধা দিতে পারতেন, তাঁরাই বদলির সুযোগ পেতেন। সেই ব্যবস্থা আর চলবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে তিনি বলেন, নতুন বদলি নীতিতে কোনও বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষকের পদের ৭০ শতাংশের কম পূরণ থাকলে সেখান থেকে আর বদলির অনুমতি দেওয়া হবে না। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার স্কুলে শিক্ষক সংকট কমানো সম্ভব হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রসঙ্গেও আশ্বাস দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, ৬৬৫ জন আংশিক সময়ের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, ২,২৮০ জন শিক্ষাবন্ধু, সমগ্র শিক্ষা মিশনের বিশেষ শিক্ষাবিদ, এসএসকে ও এমএসকের সহায়ক-সহায়িকা ও সম্প্রসারক-সম্প্রসারিকা-সহ বিভিন্ন শ্রেণির কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধির প্রস্তাব ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সরকার আশা করছে, সেই প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে বিবেচিত হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের গুণগত মান বাড়াতে এবং শিক্ষক বণ্টনে ভারসাম্য আনতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এখনই এর সুফল পুরোপুরি বোঝা না-গেলেও আগামী এক দশকে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষায় এই নীতিগত পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯ জুলাই সিএমডিএ আবাসিক কমিটির উদ্যোগে কেএমডিএ আশ্রয় আবাসন, উলটোডাঙায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমাজসেবামূলক এই কর্মসূচিতে এলাকার বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবের পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সহ-সভাপতি শ্রী অমিতাভ রায়, মানিকতলা অ্যাসেম্বলির কনভেনর শ্রী শরদ সিং, উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি শ্রী শ্যাম জয়সওয়াল, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি ডক্টরস সেলের কো-কনভেনর ডা. বিশ্বপতি মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি যুব মোর্চা হেলথ সেলের কো-কনভেনর শ্রী বৈজনাথ রায় এবং মণ্ডল সভাপতি শ্রী সচিন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী সাগর রায়, শ্রী চন্দন জয়সওয়াল, শ্রী লাল্টু শিকারী ও শ্রী সুনীল দাস।

রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা সেকুলারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সন্দীপ ধর, বিহার রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি শাকিল হাশমি, বেঙ্গল উইমেন সেলের রাজ্য সভাপতি ড. সৈয়দা শামিমা নাসরিন এবং যুবনেতা মোহাম্মদ সুলতান আহমেদ। মন্ত্রীকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় যে, একমাসের মধ্যে পরিবহণ বিভাগে মন্ত্রীর দেখানো তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পপতিদের কর্মী নয়, অংশীদার হিসেবেই দেখবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যে সরকার শিল্পপতিদের অধঃস্তন কর্মী হিসাবে নয়, বরং অংশীদার হিসেবেই দেখবে। মঙ্গলবার বিধানসভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বাজেটের ওপর আলোচনার জবাবি ভাষণে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এই বার্তা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, অতীতে শিল্পবান্ধব পরিবেশের অভাব, জমি নীতি, শিল্পনীতি ও ইনসেনটিভ ঘাটতির কারণে পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ হারিয়েছে। এবার সেই পরিস্থিতি বদলাতেই উদ্যোগী হয়েছে নতুন সরকার। মন্ত্রী বলেন, সরকার ও শিল্পপতিদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলাই এখন প্রধান লক্ষ্য। শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে সরকারের অংশীদার হিসেবে নিয়ে কাজ করা হবে। অন্যান্য রাজ্য যে ধরনের শিল্পবান্ধব সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গও সেই পথেই এগোবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। তাপস রায় জানান, ইতিমধ্যেই মেজিয়ায় ১৫ হাজার কোটি টাকার এবং আমূলের ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মিৎসুবিশির বিনিয়োগের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুর্গাপুর-আসানসোল, রানিগঞ্জ-পানাগড়, ব্যারাকপুর, হুগলি, চন্দননগর, বর্ধমান, হাওড়া-শেওড়াফুলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের জন্যও পৃথক রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী আরও জানান, শিল্পের প্রসারে শিল্প করিডর, লজিস্টিক হাব, গভীর সমুদ্রবন্দর, পরিবহণ ব্যবস্থার ডিজিটালিকরণ এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে প্রকাশিত সুব্রত দের নতুন রহস্য উপন্যাস

ঐতিহ্যের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাতেও নতুন দৃষ্টান্ত গড়ছে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে প্রকাশিত হল সাহিত্যিক সুব্রত দের দশম রহস্য উপন্যাস 'শ্বেত ময়ূরের গল্প ও রহস্য'। পেশায় আইনজীবী সুব্রত দে একাধারে জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও ক্রীড়াপ্রেমী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী-সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ক্লাবে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার এবং সাহিত্যচর্চার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত অতিথিরা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২২ জুলাই ২০২৬, ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, বুধবার

২১ জুলাই নিয়ে মমতা-ঋতব্রত দুই শিবিরকেই নিশানা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাইকে ঘিরে তৃণমূলের দুই শিবিরকেই মঙ্গলবার একসঙ্গে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ২১ জুলাইকে নিয়ে রাজনীতি হলেও সেই শহিদদের ন্যায়বিচারের প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। মঙ্গলবার দুই শিবিরকেই তুলোধোনা করে শমীক বলেন, কমিশন গঠিত হয়েছিল, কিন্তু বিচার হয়নি। ২১ জুলাইয়ের শহিদদের ন্যায়বিচার কোথায়, সেই প্রশ্ন আজও বারবার উঠেছে।

তিনি আরও নির্দিষ্ট অভিযোগ করে বলেন, যে সময়ে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল, তখন কংগ্রেস বিরোধী দলে ছিল। পরে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেও তারা সেই ঘটনার পূর্ণ সত্য সামনে আনেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক কর্মসূচিকেও কটাক্ষ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, আজ সেটা ঋত না মৃত এই বিতর্কে নেমে এসেছে। মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার কোনও আগ্রহ তাদের নেই।

তিনি আরও দাবি করেন, 'আমি সাংসদ থাকাকালীন বারবার জানতে চেয়েছিলাম, ২১ জুলাইয়ের ঘটনায় গঠিত কমিশনের রিপোর্ট কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না। কমিশন গঠন হয়েছিল, কিন্তু সেই রিপোর্ট কখনও বিধানসভায় পেশ করা হয়নি।' এদিন নিজের বক্তব্য শেষে বিজেপি সরকারের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, 'তৃণমূলের সরকার যা করতে পারেনি, বর্তমান বিজেপি সরকার সেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে।'

উচ্চশিক্ষায় গুণগত মানে জোর, পাঁচ 'এডু-সিটি' গড়ার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান ফিরিয়ে আনতে একগুচ্ছ সংস্কারের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বাজেটের ওপর আলোচনার জবাবি ভাষণে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনাহীন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলায় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই পরিস্থিতি বদলাতে শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামো ও শিক্ষার মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তির হার জাতীয় গড়ের নীচে রয়েছে। তাঁর দাবি, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক, স্থায়ী ক্যাম্পাস ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতি কাটাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশিকা কঠোর ভাবে কার্যকর করা হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়া কোনও শিক্ষককে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠদান করতে দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে যোগ্য অতিথি শিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধির প্রস্তাবও অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

বেসরকারি বি.এড, আইন, ফার্মাসি, পলিটেকনিক ও আইটিআই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কড়া অবস্থান নিয়েছে সরকার। জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করলেই শুধুমাত্র অনুমোদন দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ টানতে রাজ্যের পাঁচটি স্থানে 'এডু-সিটি' গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই শিক্ষা নগরীগুলি গড়ে তুলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মেধাবী পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে বিশ্বের প্রথম ১০০টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বৃত্তি চালুর ঘোষণা করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি কন্যাশ্রী প্রকল্পে এককালীন ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ধাপে ধাপে দেওয়ার প্রস্তাবের কথাও জানান। এছাড়া ছাত্রঋণ প্রকল্পে ইতিমধ্যেই আড়াই লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার আবেদন অনুমোদিত হয়েছে বলেও তিনি বিধানসভায় জানান।

নতুন বিকল্প, উচ্চ আয়ের মহিলাদের বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতে আলাদা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের নির্বাচনের দলীয় সংকল্প পত্র অনুযায়ী নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পরই রাজ্যে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত প্রকল্প চালু হয়েছে রাজ্যে। যদিও সেই প্রকল্পেই নতুন ব্যবস্থা আনার ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তাঁর বক্তব্য, যাঁরা ইচ্ছা করেও বিনামূল্যে পরিষেবা নিতে চান না, তাঁদের জন্যও বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে।

মঙ্গলবার কসবার পরিবহন দপ্তরের সরকারি অনুষ্ঠানে ৫০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে মহিলাদের বিনামূল্যে বাস পরিষেবার জন্য খুব শীঘ্রই চালু করা হবে 'পিঙ্ক কার্ড'। পাশাপাশি সরকারি বাসে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত 'পিঙ্ক সিটে'র ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকারি বাসে মা-বোনদের বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছি। তাই তাঁদের টিকিট কাটতে হয় না। কিন্তু অনেক মহিলা নিজে ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে চাইছেন।'

এদিন তিনি জানান, অনেক মহিলা যাত্রী জানিয়েছেন, তাঁদের মাসিক আয় ৭০-৮০ হাজার টাকা। তাই তাঁরা বিনামূল্যের সুবিধা নিতে স্বচ্ছন্দ নন। তাদের আবেগকে সম্মান দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিষয়টি মাথায় রেখেই তাঁদের জন্য আলাদা বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে। যদিও মঙ্গলবার একই সঙ্গে বাস পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের নির্দিষ্ট অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। কিছু মহিলার অভিযোগ, বিনামূল্যে যাত্রার কারণে অনেক সময় বাস তাঁদের দেখেও নির্দিষ্ট স্টপেজে দাঁড়ায় না। এই ধরনের সমস্যার সমাধানেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তিনি আরও বলেন, পিঙ্ক কার্ড চালু হলে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য জিরো ভ্যালু টিকিট দেওয়া হবে। আর যাঁরা ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে চান, তাঁদের জন্যও শীঘ্রই পৃথক ব্যবস্থা করা হবে।

যত বিরোধিতা, ততই বিজেপির আশীর্বাদ, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি ঘিরে তৃণমূলের দুই শিবিরকেই একযোগে আক্রমণ করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, এখন তৃণমূলের মধ্যে মানুষের জন্য রাজনীতি করার মানসিকতা আর নেই, তাই তাদের কর্মসূচিতেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'কে আছে, কে নেই, সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু তৃণমূলের দুই পক্ষই একে অপরকে আক্রমণ করছে। এতে পরিষ্কার, দলের ভিতরেই ভাঙন চরমে পৌঁছেছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'তৃণমূল শুধু সরকারি সুবিধাভোগীদের দল হয়ে উঠেছিল। সরকার চলে যাওয়ার পর সেই দলের আর কোনও ভিত্তি নেই। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কোনও আগ্রহও তাদের নেই। সাধারণ মানুষ তাদের আসল চেহারা চিনে গিয়েছেন।'

এদিন তৃণমূল নেতৃত্বকে নিশানা করে পরিবহন মন্ত্রী আরও বলেন, 'মানুষের মধ্যে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। বিরোধী দল হিসেবে তাঁরা মানুষের আস্থা হারিয়েছেন। যত বেশি বিজেপির বিরোধিতা করবেন, ততই মানুষ বিজেপিকে আরও বেশি আশীর্বাদ করবেন।'

রক্ত পাচারে বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক স্বাস্থ্য ভবনের স্ক্যানারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাকার বিনিময়ে রক্ত বিক্রি করার অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে। কলকাতার বুকে মানুষের দান করা রক্ত এবং প্লাজমা ভিন রাজ্যে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগে এবার দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক স্বাস্থ্য ভবনের স্ক্যানারে। দক্ষিণ কলকাতার পদ্মপুকুরের পরে এবার যোধপুর পার্ক। সময় যত এগোচ্ছে, রাজ্য জুড়ে চলা রক্ত পাচারের এই চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে স্বাস্থ্য ভবন।

সূত্রে খবর, রাজ্যের অন্তত সাতটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক এই পাচারচক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা। এর মধ্যে চারটি ব্লাড ব্যাঙ্কের নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাকিদেরও নথি খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বিপুল পরিমাণ রক্ত বা রক্তের উপাদান পাঠাতে হলে 'স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল' এবং 'ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলে'র লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

এদিকে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেলের তল্লাশিতে যোধপুর পার্কের ওই ব্লাড ব্যাঙ্কের বেনিয়ম প্রথম নজরে আসে। বিভিন্ন রক্তদান শিবির থেকে সংগ্রহ হওয়া রক্ত এবং রোগীদের বিক্রি করা রক্তের হিসেবে অসঙ্গতি উঠে আসে।

এর পরেই দেখা যায়, প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের অসংখ্য বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে মোটা টাকায় বিক্রি করা হয়েছে এখানকার রক্ত। পাশাপাশি, একাধিক বহুজাতিক সংস্থাকে বিক্রি করা হয়েছে কয়েক হাজার লিটার প্লাজমা। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ভিন রাজ্যে রক্ত পাচারের নথি বাজেয়াপ্ত করে স্বাস্থ্য ভবন। ওই ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে প্রথমে শোকজ করে স্বাস্থ্য ভবন। তবে ওই সংস্থার তরফে পাঠানো জবাব সন্তোষজনক না-হওয়ায় কাল, বুধবার রক্ত কেনাবেচার যাবতীয় নথি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, 'বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমাদের কাছে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এসেছে। তবে কোনও অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর চূড়ান্ত রায় দিতে পারে না।' তাঁর কথায়, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন। সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

আসানসোল-দুর্গাপুরে 'সিটি মেট্রো', বিশ্বব্যাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে প্রকল্প তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির মতোই রাজ্যে আসানসোল-দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি করিডরে 'সিটি মেট্রো' চালুর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও একধাপ এগোল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এই প্রকল্পের বিস্তারিত রূপরেখা তৈরির কাজ দ্রুত শুরু করতে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বিশ্বব্যাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরি করার দায়িত্ব মুখ্যসচিবকে দেওয়া হয়েছে।' রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আসানসোল-দুর্গাপুর করিডরে ভূগর্ভস্থ নয়, এরিয়াল মেট্রো চালু করা হবে। এই ধরনের মেট্রো নির্মাণে খরচ তুলনামূলক কম হওয়ায় প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, এই প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেলের বিশেষজ্ঞ সংস্থা রাইটসকে। সেই

সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এরপরই বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির কাজ শুরু হবে।

বর্তমানে আসানসোল থেকে দুর্গাপুরে সড়কপথে যেতে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট এবং ট্রেনে ৩০ মিনিটের বেশি সময় লাগে। রাজ্য সরকারের আশা, মেট্রো পরিষেবা চালু হলে এই দুই শিল্পনগরীর মধ্যে যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হবে। যদিও প্রকল্পের কাজ কবে শুরু হবে বা কবে শেষ হবে, সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যাঁরা দল ছেড়েছেন, তাঁদের আর ফিরিয়ে নেবেন না: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাইয়ের সভা থেকে দলত্যাগী নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তার বক্তব্যের শুরুতেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কলকাতা পুলিশ এবং বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করেন।

এদিন অভিষেকের দাবি, সব চেষ্টা করেও বিজেপি ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি আটকাতে পারেনি। এছাড়াও মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যাঁরা সব প্রলোভন উপেক্ষা করে দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, 'তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূল কর্মী।

নেত্রীর কাছে আমার একটাই অনুরোধ, যাঁরা দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন, সেই গদ্দারদের আর দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।' পাশাপাশি এদিন বিজেপিকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'প্রয়োজনে ফুটপাথেই থাকব, কিন্তু লড়াই চালিয়ে বিজেপিকে হারাব। ওদের কাছে পুলিশ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ক্ষমতা আছে, কিন্তু মানুষের সমর্থন নেই। বাংলার মানুষ জানেন, কী ভাবে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে।'

কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের মঞ্চে হামলার অভিযোগ আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের মঞ্চে হামলার অভিযোগ। আর তার জেরে ২১ জুলাইয়ের প্রাক্কালে সারারাত রাস্তায় কাটিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, সেই প্রশ্ন এবার উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। আদালতের অনুমতিতে ২১ জুলাইয়ের সভা হচ্ছে তারামণ্ডলের সামনের রাস্তায়। সেই সভা ঘিরেই অভিযোগ। এদিকে সূত্রে খবর, এই ঘটনার পরই রাতেই আদালতের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। এরপর সকালে সভা চলাকালীন শুনানি হয় হাইকোর্টে।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'কী করে এমন ঘটনা ঘটে? যেখানে কোর্টের অনুমতিতে এটা হচ্ছে।' এজি বলেন, একদল বাইক আরোহীর সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়, স্লোগান দেওয়া হয়। কোনও মঞ্চ ভাঙা হয়নি। একটা ফেস্টুন বা ফ্ল্যাগ ছেঁড়া হয়ে থাকতে পারে। রাতেই পুলিশ যায়। তবে বারংবার বলার পরেও কোনও অভিযোগ করা হয়নি। ডিসি দায়িত্ব নিয়েছেন। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, 'কোর্টের অনুমতিতে ওখানে সভা হচ্ছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে নাকি থ্রেট দেওয়া হয়েছে? যুগ্ম কমিশনারকে নির্দেশ কার্যকরের রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। কোর্টের অর্ডারে যে সভা হচ্ছে, সেই মঞ্চ কি করে ভাঙার অভিযোগ ওঠে?' পাশাপাশি বিচারপতি এও উল্লেখ করেন, '১২টা থেকে সরে ৩টে পর্যন্ত অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। কিন্তু তার জন্য ওই রাস্তা বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। অনুষ্ঠানের পরই মঞ্চ খুলে নিতে হবে। যদি পুলিশ আশ্বাস দিয়ে থাকে, তারপরেও কী করে এটা হয়! যেখানে নিরাপত্তার কথা কোর্ট লিখেছে।'

পাশাপাশি হাইকোর্ট এও নির্দেশ দেয়, মঙ্গলবার রাত ৯টার মধ্যে ওই রাস্তা থেকে যাবতীয় মালপত্র সরিয়ে নিতে হবে। আগামী ৩১ জুলাই যুগ্ম কমিশনারকে নির্দেশ কার্যকরের রিপোর্ট দিতে হবে। এদিন কোনও ভাবেই যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না-হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে।

মহুয়া মৈত্রকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাট তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের সব ক্ষেত্রেই সাজা ৭ বছরের মধ্যে। তাই এই মামলায় তিনি তদন্তে সহযোগিতা করলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করবে না পুলিশ।

এদিন আদালতে মহুয়ার আইনজীবীর তরফে জানানো হয়, বর্তমানে তিনি লোকসভায় অধিবেশনে ব্যস্ত। ১৪ অগাস্ট বিকাল ৩ টায় তিনি হাজির হবেন। পাশাপাশি বিচারপতি এদিন এও স্পষ্ট করে দেন, ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রক্ষাকবচ বজায় থাকবে। তবে তিনি তদন্তে সহযোগিতা না-করলে সেটা রাজ্য হাইকোর্টকে জানাবে।

শুনানিতে মহুয়ার আইনজীবী আবেদন করেন, 'মহুয়া মৈত্রের উপরে ডিম হামলার পালটা অভিযোগে পুলিশ তাঁকে তলব করেছে। তাঁকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হোক।' এরই প্রেক্ষিতে এজি বলেন, 'এর আগে তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সেই নোটিস গ্রহণ করেও তিনি হাজির হননি। উলটে জানিয়েছিলেন, যে ঠিকানায় নোটিস সেটা নির্মীয়মাণ ভবন। অথচ নোটিস গ্রহণ করেছেন।' সঙ্গে এজি আদালতে এও জানান, মোট চারটে নোটিস দেওয়া হয়েছে। তিনি হাজির হননি। তিনি রক্ষাকবচ চাইতে পারেন।

অপরাধীর সন্ধানে দেশের 'ক্রাইম্যাকে'র নেটওয়ার্কে পুলিশও

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাধীর সন্ধানে দেশের 'ক্রাইম্যাকে'র নেটওয়ার্কে এবার যুক্ত হল কলকাতা পুলিশও। এর ফলে কলকাতার কোনও অপরাধী দেশের কোনও জায়গায় পালালেও তার হদিশ পাওয়া আরও সহজ হবে পুলিশের পক্ষে। সম্প্রতি পুলিশ আধিকারিকদের ক্রাইম্যাকে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার।

পাশাপাশি লালবাজার সূত্রে খবর, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর আওতায় ক্রাইম মাল্টি এজেন্সি সেন্টার বা ক্রাইম্যাকের মাধ্যমে সারা দেশের অপরাধ ও অপরাধীদের ব্যাপারে তথ্যের আদানপ্রদান করে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা। অনেক সময়ই বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ থাকে না। আবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গেও পুলিশের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও থেকে যাচ্ছে নানা ফাঁক। এই ফাঁক যাতে না থাকে, আর সেই সুযোগে যাতে ক্রিমিনালরা না গা ঢাকা দেয় তার জন্যই কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে লালবাজারের তরফ থেকে আরও নির্দেশ, প্রত্যেক থানার আধিকারিক যেন এই ক্রাইম্যাক পোর্টাল ব্যবহার করেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রয়োজনে দেশের যে কোনও থানার আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। এর ফলে দেশের যে কোনও বড় মামলা বা ঘটনার তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য জানতে

পারবেন তাঁরা। পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য অপরাধীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারেও এই তথ্য পুলিশকে সাহায্য করবে। কলকাতা থেকে কোনও অপরাধী বাইরের কোনও শহরে লুকিয়ে থাকলে অথবা অন্য শহরের কোনও অপরাধী কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তাদের সন্ধান পাওয়া বা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক হতে পারে। কোনও রাজ্য বা শহরের পুলিশ অপরাধীদের কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করলে তা জানা ও সেই তদন্তকে সাহায্য করাও সম্ভব হবে। জাতীয় স্তরে কোনও হাই অ্যালার্ট জারি করলে এই ক্রাইম্যাকের মাধ্যমেই পুলিশ সেই তথ্য জানতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে লালবাজারের পক্ষ থেকে ডিভিশন ও অন্যান্য বিভাগের ডিসি ও থানার আধিকারিকদের বলা হয়েছে, আইসিজেএস ক্রেডেনশিয়াল, যা একমাত্র পুলিশই ব্যবহার করতে পারে, তারই মাধ্যমে লগ ইন করতে। দিনে একবার বা প্রয়োজনে একবারের বেশি সময়ের জন্যও ক্রাইম্যাক পোর্টাল লগ ইন করে কাজ করতে। এই পোর্টালের মাধ্যমে পুলিশ একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে মেসেজ বা মেল পাঠাতে পারে। 'সার্চ অপশনে' ক্লিক করে তথ্য জেনেও নেওয়া যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

‘অভিষেকের এক ঘণ্টার চ্যালেঞ্জ’, একেই কি বলে বিলম্বে বোধোদয়

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎই শিরোনামে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাওয়াদের এবার দলে ফেরার আহ্বান নয়, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, আপনার ফিরে আসুন, আমি এক ঘন্টার মধ্যে দলের সব পদ থেকে সরে যাবো। এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলছেন, অবশ্য জানি আপনারা ফিরতে পারবেন না। অভিষেকের এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে হইচই হলেও বাস্তবে যে এর কোনও মূল্যই নেই, সেটা গত কয়েকদিনে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন দলত্যাগী সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, কর্মীরা। তারা বলছেন, এটা বিলম্বে বোধোদয়। অনেকে তো প্রকাশ্যেই বলছেন, দল হেরে যাওয়ার আড়াই মাস পর এসব কথার আর কোনও গুরুত্বই নেই। তিন যদি সত্যিই দলের ভালো চাইতেন, দলের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতেন, তাহলে ফল প্রকাশের পর এতদিন অপেক্ষা করতেন না। ৫ মে-তেই ইস্তফা দিয়ে দিতেন। আর সেটা করতে পারলে আজকের দিনটাই দেখতেই হত না। কিন্তু তিনি যখন সে পথে হাঁটেননি, তখন আর এসব বলে কী লাভ? এটা বাস্তব যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান পরিণতির জন্য পুরোটা না হলেও অনেকাংশেই দায়ী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ ও আচরণ। একা দল চালানো, আইপ্যাক ছাড়া কাউকে পাত্তা না দেওয়া, কারও পরামর্শ না শোনা, সিনিয়রদের অসম্মান করা, সহ গুচ্ছ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। মজার কথা, যতদিন দল ক্ষমতায় ছিল ততদিন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন দলটা আর সরকারে নেই, সেটা তিনি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা একটা রেডিমেড সাম্রাজ্যের ওপর বসে ছড়ি ঘুরিয়েছেন তিনি। সবাই মেনে নিয়েছিল, কিন্তু এখন কে মানবে তাঁর নেতৃত্ব? জীবনে বিরোধী রাজনীতি না করা অভিষেকের পক্ষে তাই এই পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতাই নেই। ফলে তার চ্যালেঞ্জ ট্যালেঞ্জ নিয়ে সংবাদমাধ্যম সরগরম হলেও বাস্তবে এই সবের কোনও মূল্যই নেই। উনি বাসটা মিস করে ফেলেছেন।

শব্দছক ২২৩

রবি দাস

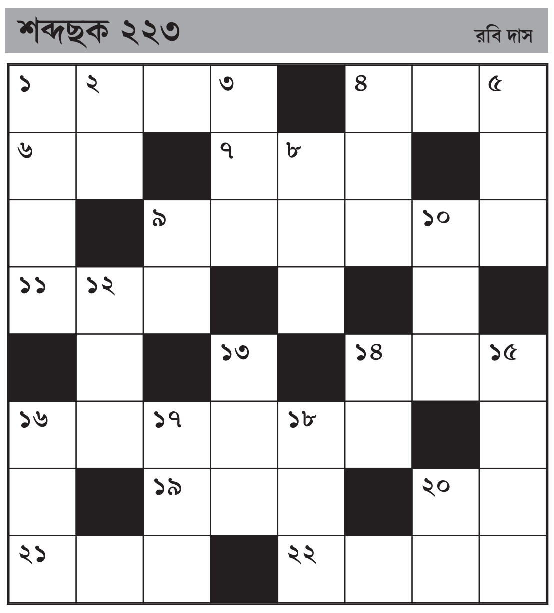

পাশাপাশি: ১. অত্যন্ত করুণ ৪. পা দিয়ে পান করে যে ৬. মুসলমান সাধু ৭. রসপূর্ণ ৯. কামনা করা ১১. নতুন ১৪. স্বামী বর্তমান যে বিবাহিত নারীর ১৬. মনের আদান প্রদান ১৯. চন্দ্রাতপ ২০. মাতুল ২১. বোকা ২২. ননি

ওপর-নিচ: ১. পীড়ন ২. পত্নী ৩. কোমল ৪. পাখির অঙ্গাবরণ ৫. প্রাণ-এর কাব্যরূপ ৮. নহবতে যে যন্ত্র ধ্বনিত হয় ৯. শ্রবণেন্দ্রিয় ১০. সেনাদলের সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ১২. বাতাস দেওয়া ১৩. স্ত্রীলোক ১৪. সহ্য হয় ১৫. কেল্লাফতে ১৬. মজে যাওয়ার ধরণ ১৭. নানা প্রকার ১৮. চিন্তন ২০ সম্মানীয় ব্যক্তি

সমাধান ২২২ — পাশাপাশি: ১. তলব ৩. সুরকাঁপা ৫. দয়িতা ৬. কানা ৭. লঙ্কাকান্ড ৯. জমক ১০. পাওনা ১২. কর্মকার ১৪. কান্ত ১৫. দখল ১৭. লবেজান ১৮ তীবর

ওপর-নিচ: ১. তপ্ত ২. বদনাম ৩. সুতাল ৪. পাষন্ড ৬. কাজকর্ম ৮. কামনান্ত ১১. ওকালতী ১২. কজ্জল ১৩. রদন ১৬. শর

আজকের দিন

- ১৯৪৭ — গণপরিষদ বর্তমান ত্রিবর্ণকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।
- ২০০৩ — সাদ্দাম হোসেনের পুত্রদের হত্যায় মার্কিন বিমান হামলা।
- ২০০৫ — লন্ডনে নিরীহ ব্রাজিলীয় নাগরিক জঁ শার্ল দ্য মেনেজেসকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

জন্মদিন

মুকেশ

১৯২৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মুকেশের জন্মদিন।*

১৯৭০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের জন্মদিন।*

১৯৭৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা সুজন মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

প্রায় দু'দশক পরে নির্বাসিতা লেখিকার এ শহরে প্রত্যাবর্তন মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে নির্ভীক উচ্চারণ

শান্তনু রায়

প্রায় দু'যুগ পরে সাহিত্যিকা তসলিমা নাসরিন কোলকাতায় আসছেন মানে আসতে পারছেন রাজ্যে নতুন সরকারের রাজধর্ম পালনের বদান্যতায়। এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো খবর আর হয় না। হয়ত রাজ্যে পরিবর্তনের পর এটিই নতুন সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী পদক্ষেপ যা নিঃসন্দেহে মুক্তচিন্তার পরিসরকে আরো বিস্তৃত করবে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ সংবাদে দু'/একটি মহল যেন কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে-তারা ব্যাপারটি ঠিক হজম করতে পারছে না।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ‘তসলিমাকে বিতাড়ন করা ছিল অন্যায়’ জানিয়ে বলেছেন বাংলাদেশের পর তাঁর ভালোবাসার জায়গা হল আমাদের শহর কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ । যদিও সেখানেও তাঁর ফেরা হয়নি দীর্ঘদিন। তসলিমা পশ্চিমবঙ্গে আসুন, আমি চাই। এখানেই যদি তাঁর একটা স্থানীয় ঠিকানা হত,তাহলে তিনি খুশি হতেন, আমরাও খুশি হতাম।

যদিও সেসময় বা গত দীর্ঘ ১৫ বছর কালে অবশ্য এ বাংলার কোন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী কখনো তসলিমার নামই উল্লেখ করেননি তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবি করা তো দুরস্ত! সাম্প্রদায়িক ‘সম্প্রীতি’বজায় রাখার অজুহাতে প্রকাশ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করাও ‘অপরাধ’ ছিল- এমনকি ‘ঝামেলা’ এড়াতে অধিকাংশ বাংলা দৈনিকেও তিনি ছিলেন অচ্ছুত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের, ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার পরম্পরা বহন করে আসা এ রাজ্যের সিপি আই এম দলের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখে যাদের জমানায় যাদের নিদানেই সাহিত্যিকাকে এক রাতের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক নগরী ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল ।দলের সুপরিচিত আইনজীবী নেতা তসলিমাকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন- তসলিমা নাসরিন বিভিন্ন সময়ে বিজেপি, আর এস এস এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজ নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বিজেপি ও আর এস এসের হয়ে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দেখলে বোঝা যায় , তিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদের পক্ষেই প্রচার করেছেন।

তাঁর আরও সংযোজন-শুধু নাম তসলিমা নাসরিন হলেই কেউ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনচেতা হয়ে যায় না। যেদিন তিনি বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজ নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলবেন বলবেন, সেদিনই বুঝতে পারবেন এখানে থাকা কতটা সহজ।

অনেকের হয়ত স্মরণে থাকতে পারে বিধানসভা নির্বাচনে আর জি করে ধর্ষিতা ও নিহত পড়ুয়া চিকিৎসকের মা পদ্মচিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় রুষ্ট রাজ্য সম্পাদক বিষেদ্গার করে বলেছিলেন- আর এস এস এর শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন অভয়ার মা’।নির্বাচনে অবশ্য পানিহাটির মানুষ এর জবাব দিয়েছেন।

আবার ওয়াকফ সংশোধনী বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে তাণ্ডবে শুধু ভিন্ন ধর্মের মানুষ বলে খুন হওয়া হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে তো ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিরোধী সিপি আই এম এর দলীয় সদস্য হলেও সেই পরিচয়ে তাঁদের রেহাই মেলেনি ।অভিশপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কোলকাতা থেকে যাওয়া দলীয় প্রতিনিধি দলের প্রাজ্ঞ মাথারাও অবশ্য সযত্নে গোপন করেছিলেন নিছক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া ব্যতীত আর কোন ‘অপরাধে’ দলের ওই দু'জন কর্মীর প্রাণ গেল। তবে হ্যাঁ, ভারসাম্য রাখতে ছাদের ওপর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে পাথর ছোঁড়ার সময় আধাসামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত পাথরনিক্ষেপকারীর বাড়িতেও দেখা করতে ভোলেননি সেই প্রতিনিধি দল ।হরগোবিন্দ দাসের স্ত্রী, স্বামী-পুত্রহারা পারুল দাসের ভাগ্যেও জোটেনি তামান্নার মায়ের মত দলের কোন সদর্থক বিবেচনা।

এ রাজ্য থেকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা আবার কটাক্ষে বলেছেন-উনি(তসলিমা) এদেশে নাগরিক নন । ফলে উনি কবে কোথায় কিভাবে থাকবেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তিনি আরও বলেছেন- তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের লেখিকার কোলকাতায় থাকা মনে করেনি। তাই ওকে চলে যেতে হয়েছিল ।কি অপযুক্তি ও অকাট মিথ্যাচার !উল্লেখ্য সেদিন রাতে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বামফ্রন্টের শীর্ষনেতার তসলিমাকে এ রাজ্য থেকে চলে যাওয়ার নিদান দেওয়ার পরই তিনি বাধ্য হন এ রাজ্য থেকে চলে যেতে ।সংবাদ মাধ্যমে সে ‘বাইট’ কিংবা পরদিনের দৈনিক সংবাদপত্র থেকেও এ তথ্য মালুম হবে ।আর তখন তো কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল তাদেরই সমর্থনে প্রথম ইউপিএ সরকার।

তাহলে কিভাবে দায় এড়ানো যায় ?

সাহিত্যিক তসলিমার ‘অপরাধ’ তিনি অকুতোভয়ে এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টতই বলেছিলেন, ‘পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে ভাল আছেন সংখ্যালঘুরা’ ।যা এদেশের রাজনীতির কারবারীরা স্বীকার করতে চান না। বোরখা ও হিজাব পরাকে তিনি প্রগতিবিরোধী ও নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে গন্য করেন। তিনি বরাবর মুসলিম ধর্মের গোঁড়ামি উগ্রতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার তেমনই বাংলাদেশে চলা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও হয়রানির বিরুদ্ধেও।

তসলিমা এ শহরে আসছেন আগামী ১লা আগস্ট সেকুলার মিশন সহ কয়েকটি সংস্থার আমন্ত্রণে রবীন্দ্র সদনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ।উদ্যোক্তাদের অন্যতম ওসমান মল্লিক যিনি আবার সদ্যগঠিত অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রনয়ণ সংক্রান্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির সদস্য, তসলিমার আসার কথা জানিয়ে সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্টার শেয়ার করেছেন যেখানে সাহিত্যিকাকে ‘মৌলবাদ বিরোধী প্রতিবাদের অগ্নিসম প্রতীক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তসলিমা নিজে সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করে জানিয়েছেন , আমন্ত্রণটি উপলক্ষ; কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে বলে। নিরাপত্তা না পেলে আমার পক্ষে কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হতো না ।এজন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ ।

ওই পোস্টে তাঁর আরও দাবি ,-মুসলিম সমাজ যেদিন মুক্তচিন্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মের সমালোচনাকে সভ্য সমাজের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে মেনে নেবে , সেদিন ইসলামের সংস্কারক, মুক্তচিন্তক ও নাস্তিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আর কাউকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

তাঁর ঐ পোস্ট থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে তাঁর নিরাপত্তা দিতে আগেকার রাজ্যসরকারগুলির অনীহার করণেই তিনি অনেক আশা করে তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি এ প্রাণের শহরে এসেও থাকতে পারেননি এবং তারপরেও এতোদিন ইচ্ছে থাকলেও ফিরতে পারেননি।

উল্লেখ্য রবীন্দ্রসদনের ওই অনুষ্ঠানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন বলে খবরে প্রকাশ। এ জন্যই বোধকরি রাজ্য সিপি আই এম এর এত গাত্রদাহ। আসলে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গোঁড়ামি অসহিষ্ণুতা সংকীর্ণচিত্ততা ও সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে-স্বাধীনতার আগে থেকেই ।এজন্যই কি তাদের সমর্থন জোটে মুসলিম মৌলবাদের । প্রসঙ্গত নয়ের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত (১৯৯২)তসলিমার উপন্যাস ‘লজ্জা’ স্বদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল বিরূপ উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর দাবিতে এবং ১৯৯৪ এ ইসলামি জঙ্গীও জিহাদীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে দেশত্যাগ করতে হয় তাঁকে। তবে সেই প্রথম নয় ।তাঁর দেশত্যাগের ঠিক দু'দশক আগে এবং দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাক-অধীনতা থেকে মুক্তির বছর দু'য়েকের মধ্যেই প্রায় একই অভিযোগে অভিযুক্ত সেদেশেরই বাইশ বছরের তরুন কবি দাউদ হায়দারকেও প্রাণ রক্ষার্থে এক বস্ত্রে স্বদেশভুমি ত্যাগ করে এ শহরে এসে আশ্রয় নিতে হয়, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু দেশের কাণ্ডারী হয়েও সেদেশে কবির জীবন সুনিশ্চিত করতে অপারগ হওয়ায়। তাঁকেও একদিন এ রাজ্যও ত্যাগ করে উড়ে যেতে হয় বার্লিনে এবং বার বার চেষ্টা করেও স্বদেশে ফিরতে ব্যর্থ কবির স্থায়ী আবাসভুমি হয়ে ওঠে জার্মানিই । আবার উপন্যাসে মৌলবাদীদের সমালোচনা করার অনুরূপ অভিযোগে ২০০৪ সালে,তসলিমা-নির্বাসনের ঠিক এক দশক পরে, একুশে বইমেলায় গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে ক্ষিপ্ত মৌলবাদীদের হামলার শিকার হন সাহিত্যিক হুমায়ূন আজাদও-পরিণামে মৃত্যু।

পড়শি দেশের বারংবার এবিধ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগতে পারে স্বাভাবিকভাবেই - দেশের গর্ব এক তরুণ কবি কিংবা বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সৃজনের কোন বক্তব্যে আপত্তির কারণে অপছন্দের কিছু শব্দবন্ধ বা কয়েকটি পঙক্তি কিংবা শব্দ চয়নে আপত্তিতে কেন নিদান হয় নিগ্রহ নির্বাসনের মতো কঠোর শাস্তি?কেন এতো অসহিষ্ণুতা-নিষ্ঠুরতা ? যে প্রশ্নটিই আবার উঠে এল সাহিত্যিকার সাম্প্রতিক পোস্টের সূত্রে।

ভার্জিনিয়া উলফ, সিমন দ্য বেভোয়া এবং বেগম রোকেয়া অনুপ্রানিত হয়ে যার লেখনী ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নারীর স্বাধীনতার ও মানবাধিকারের কথা বারবার বলেছে তাঁর স্থান হলো না এই বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিসরে এ বড় পরিতাপের ও লজ্জার । তাঁর সাহস স্পষ্টবাদী চরিত্রকেই প্রতিভাত করেছে যা আমাদের গর্ব ।কোদালকে তিনি কোদাল বলেছেন সাহস করে । এজন্য নিজ দেশে উগ্র মৌলবাদীদের কোঁপে পড়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁকে একদশক কাটাতে হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তারপর এ রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন বড় আশা করে। ছিলেন এ কলকাতায় ২০০৪ থেকে ২০০৭। তারপরের ঘটনা সবারই হয়ত জানা-তাঁর সঙ্গে কি ব্যবহার করা হয়েছিল সংস্কৃতিপ্রেমী কলকাতায় তথা এরাজ্যে , ‘তার্কিক’ ভারতবর্ষেও। বামপন্থী নারী সঙ্ঘঠনগুলিও নিশ্চুপ তখন ।তবে তাঁর মননশীলতা স্বীকৃতি ও সমর্থন পেয়েছিল অন্নদাশংকর রায়, শিবনারায়ন রায় এবং অম্লান দত্ত প্রমুখ গুটিকয় বিশিষ্টদের সেই প্রতিকুল সময়েও ।

অন্যান্যরা যারা এখন তাঁর আসাকে সমর্থন করে বাইট দিচ্ছেন তাঁরাও কিন্তু নীরব ছিলেন বাম জমানায় -গত পনেরো বছরেও।

এক বছরের মত বিদেশে কাটিয়ে আবার ২০০৮ ভারতে ফিরে আসা এবং থাকা নবীকরণযোগ্য বসবাসের ভিসার ভিত্তিতে। বর্তমানে তিনি দিল্লীর অদূরে কোন এক গোপন স্থানে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বাস করছেন অন্তরীন হিসাবে। একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত, বিশ্বের একাধিক ভাষায় অনুদিত গ্রন্থের এই লেখিকা কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ এ বাংলায়, প্রিয় শহর এ কলকাতায় ফিরে এসে বসবাসের ইচ্ছা একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এযাবৎ তিনি ব্রাত্য ছিলেন এ রাজ্যের প্রশাসনিক এবং বৌদ্ধিক মহলের একাংশের কাছে।বর্তমান রাজ্য সরকারের সৌজন্যে ও সাহসী পদক্ষেপের দৌলতে তিনি আবার তাঁর দ্বিতীয় বাড়িতে আসা মনস্থ করেছেন।

কিন্তু তাঁর নির্ভীক মতপ্রকাশের কারনে এদেশেরও কিছু ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে ঘোষিত নাস্তিক লেখিকা তসলিমাকে এ রাজ্য থেকে বিতাড়ন, সেই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী দ্বারা কোলকাতা বইমেলার পর হায়দ্রাবাদেও তাঁর বই প্রকাশের অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করা ছাড়াও তাঁর মাথার মূল্য ধার্য করার পর্বে রাজনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক দল তো বটেই দেশের বৌদ্ধিক মহলের নীরবতাও ছিল বেদনাদায়ক।

দুর্ভাগ্য, এদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে সুশীল সমাজ ও প্রশাসনের ভীত আত্মসমর্পনের দৃষ্টান্ত সাহিত্যিক সলমন রুশদিকে সাহিত্যসম্মেলনে যোগদান করতে না দেওয়া এবং লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ করে এ রাজ্য থেকে বিতাড়ন। আরও দুর্ভাগ্য এবং লজ্জারও যে এ রাজ্যে তাঁর ‘দ্বিখণ্ডিত’ যখন নিষিদ্ধ হয় এবং যখন তাঁকে এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে হয় তখন শাসন ক্ষমতায় ছিল সিপি আই এম নেতৃত্বাধীন ‘প্রগতিশীল’ বাম (?) সরকার । যদিও এই বামপন্থীদের নাকি ধর্মে বিশ্বাস নেই- তাঁরা মনে করেন ধর্ম আফিমের মত বিষবৎ পরিত্যাজ্য তবু তাঁদেরও প্রগতিশীল (?)চিন্তাধারাও এই নিদান দিতে বাধ্য করল যে তিনি নাকি বিশেষ ধর্মীয় আবেগে আঘাত করেছেন ।বিস্ময়ের আরও যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পরে এক সাফাই দিয়েছেন যে ঐ বই নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা নাকি তাঁর ছিল না কিন্তু আইনশৃঙ্খলার কারনে তাঁকে ঐ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অদ্ভুত অপূর্ব যুক্তি এক বামপন্থী রাজ্য সরকারের প্রগতিশীল সংস্কৃতিবান প্রধানের মুখে। যদিও তাঁর আমলেই কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনে জমায়েত কৃষকদের উপর গুলিচালনার মত ঘটনা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে ২০০৭ এর নভেম্বরে বাম জমানায় মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এই সাহিত্যিকার এ রাজ্য থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়নের পর রাজ্যে নয় নয় করে চার চারটি লোকসভার ও সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়ে চারবার বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু কোন নির্বাচনেই তাঁকে রাজ্যে ফেরানোটি ইস্যু করেনি কোন রাজনৈতিকই দল-হয়তো প্রয়োজনই মনে করেনি বা ভোটবাক্সের দিকে লক্ষ্যে এক ধরণের মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতাকে পরোক্ষে জল হাওয়া দিতে।

২০১১ য় ক্ষমতায় আসা ‘পরিবর্তনের’ রাজ্যসরকারও আগের জমানার অনেককিছু বদল ঘটালেও ‘দুধেল গাইদের’তুষ্ট রাখতে তসলিমাকে ব্রাত্য করেই রেখেছিলেন ।তাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ তো কখনো করেননি উলটে বরং সে জামানায় শাসকদলের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে তাঁদেরই প্ররোচনায় তাঁর রচনা অবলম্বনে টেলিভিশনে সিরিয়াল প্রদর্শন ঘোষণা করেও পিছিয়ে আসতে হয় মৌলবাদীদের শাসানির দাপটে। তখন প্রশাসন নিস্ক্রিয়, কলাকুশলী শিল্পীদের সংগঠনও নির্বিকার ।

তবে ২০২৫ এর মার্চে রাজ্যসভায় জিরো আওয়ার এ নির্বাসিতা তসলিমাকে কোলকাতায় ফেরার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্য সভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছিলেন-একজন বাঙালি লেখিকা কেন বছরের পর বছর বাংলা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হবেন ।তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তসলিমা নাসরিনকে কোন ভিসা সংক্রান্ত বা অন্য কোন বিধিনিষেধ নেই। তিনি ভারতের যে কোন স্থানে এমনকি কোলকাতায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন।

গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান বঙ্গবাসীর অনেকেরই হয়ত স্মরনে আছে প্রায় আঠারো বছর আগে যে রাত্রে তসলিমাকে কলকাতা ছেড়ে চলেযেতে বাধ্য করা হয় সেদিন কলকাতার এক বিস্তীর্ন অঞ্চল দিনভর অবরুদ্ধ করে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল এক হিংস্র মৌলবাদী শক্তি ।প্রশাসন ছিল নির্বিকার ।সেই রাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে এ রাজ্যের তখনকার শাসক দলের এক শীর্ষ নেতার তসলিমাকে কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার ফরমান দেওয়ার কথাও বিস্মৃত হয়নি সব মন থেকে ।লেখিকার পাশে ছিল না তখন এ বঙ্গের তার্কিক সুশীল সমাজ ? অথচ বছর কয় আগে ফেসবুকে এরাজ্যের এক তরুন কবির ত্রিশূলে কণ্ডোম পরানো একটি কবিতা প্রকাশের প্রেক্ষিতে বিতর্ক ও প্রতিবাদ উঠলে খোদ প্রশাসনের শীর্ষস্তর ও ‘অনুপ্রাণিত’ জনেরা এবং বঙ্গসংস্কৃতির স্বনিযুক্ত অভিভাবকবন্দ ঐ কবির সমর্থনে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন ‘বাকস্বাধীনতা’, ‘সৃষ্টির স্বাধীনতা’ ‘গনতন্ত্র’ ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ইত্যাদি রব তুলে। তাঁর জন্য সর্বক্ষনের দেহরক্ষী ও পুলিশি পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে। তবে অন্যক্ষেত্রে তুলনামূলক নিরীহ বক্তব্যও ভাবাবেগে আঘাত বলে গন্য হয় কেন বা সেই সাহিত্যিককে বিতাড়িত হতে হয় কেন ?

এদেশের পণ্ডিতজনেরা যাঁরা প্রায়শ ‘অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ও বাকস্বাধীনতা এবং গনতন্ত্রের কথা বলেন তাঁরা কিন্তু তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ন ও এ রাজ্যে ব্রাত্য করে রাখার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেননি -করেননা। একজনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা হবে, আরেকজনের ক্ষেত্রে কণ্ঠরোধ, বিতাড়ন এবং নির্বাসন! এ কেমন মত প্রকাশের অধিকার? এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা । যখন কবি সাহিত্যিক শিল্পীর বা নাট্যকারের তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে চিন্তার বা প্রশ্ন করার স্বাধীনতার দাবি করা হয় তখন কি বিবেকের কাছেএ প্রশ্ন নাড়া দেয় না যে লেখার জন্যই নিজদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েও নির্ভীকভাবে লেখনীর তরবারিতেই বিশ্বাসী একজন সাহিত্যিকের এ রাজ্যে একই স্বাধীনতা থাকা উচিত। ।

হয়ত রাজনৈতিক দলকে ভোটবাক্সের প্রতি দায়বদ্ধতা হেতু তুষ্টিকরনে এ রকম অনেক কিছু করতে হয়। কিন্তু বিস্ময় ও পরিতাপ জাগে এর বাইরে যে সুশীল সমাজ বা বিদ্বজনদের আচরণে - তাঁরা ? এসব কথা বললে ,বিশেষ শিবিরের সমর্থক বলে দেগে দেওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। জানিনা কোন অজানা ভয়ে না চাপা অসহিষ্ণুতায়। তবু মুক্তচিন্তার ভাবনাই বারংবার স্মরন করায় যে সংস্কৃতিমনষ্ক বাঙালীর এরাজ্য থেকে কোন সাহিত্যিকের বিদায়ের এবং এখনও নির্বাসিত করে রাখা এ বাংলার পক্ষে সত্যেই অগৌরবের এবং দূর্ভাগ্যের । বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে পূর্বতন অন্য শাসকদল শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইতিমধ্যে ভেঙ্গে ছত্রখান ।এই আবহে নতুন সরকারের সৌজন্যে প্রায় দু'দশক বাদে হলেও তসলিমার পক্ষে তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি কোলকাতায় আসা সম্ভব হতে চলেছে ,তাঁর প্রতি পূর্বতন আমলে কৃত অতীত অবিচার ও অনীহা অতিক্রম করে সশরীরী উপস্থিতিকে স্মরণীয় করে রাখতে অধীর আগ্রহ আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে স্বাগত জানানোর প্রতীক্ষায় সংস্কৃতির পীঠস্থান এ মহানগরী ।হয়ত এভাবেও হয়তো ফিরে পাওয়া যায়।

কোট-আনকোট

ক্ষমা করুন, আপনাদের আর প্রয়োজন নেই, ধনে-মানে-প্রাণে ভাল থাকুন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শহিদ দিবস মঞ্চ থেকে বিদ্রোহীদের

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মমতার সভায় যাওয়ার আগে গ্রেপ্তার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের ২১ জুলাইয়ের যে সভা হচ্ছিল, মঙ্গলবার সকালে সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগেও অসিত গত ৩১ মে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পুলিশের কাজে বাধা, তোলাবাজি এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও গ্রেপ্তারির ১৯ দিন পরে তিনি জামিনে জেল থেকে মুক্তি পান। মঙ্গলবার আবার গ্রেপ্তারির পরে অসিত বলেন, 'সবই আমার ভাগ্যের দোষ।' অসিত ঘনিষ্ঠদের অভিযোগ, মমতার সভায় যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক। সেই সময়েই তাঁর বাড়িতে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিশের একটি দল। তার পরে অসিতকে থানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হয়। দলীয় কর্মীদের অভিযোগ ছিল, অসিতকে মমতার সভায় যেতে বাধা দিতেই তাঁকে চুঁচুড়া থানায় অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। অসিত ঘনিষ্ঠেরা দাবি করেছিলেন, পুলিশের থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন সিবিআই পরিচয় দিয়ে অসিতের বাড়ি গিয়ে হুমকি-ভয় দেখিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগে হাবড়া থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। তাঁকে শণাক্ত করতে অসিতকে থানায় ডাকা হয়েছে। চুঁচুড়ার কোদালিয়ায় যুব তৃণমূল সভাপতি পবিত্র মিস্ত্রি বলেন, 'এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। ওঁর নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা ২১ জুলাইয়ের সভায় যাবেন বলে ঠিক ছিল। তা আটকাতেই এ সব করা হচ্ছে। যে ভাবে তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় নেমেছেন, সমাবেশে যাচ্ছেন, তাতে সরকার ভয় পেয়েছে। তাই সাতসকালে গিয়ে পুলিশ অসিত মজুমদারকে আটক করেছে। গ্রেপ্তারের পরোয়ানা ছাড়াই ওঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।'

এবার একুশে জুলাইয়ে চেনা বসিরহাটে ভিন্ন ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজনৈতিক উলট পুরাণ। বিগত বছর গুলিতে একুশে জুলাই উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থকদের ঢল নামতো বসিরহাটে। এবারের চিত্র একেবারের ভিন্ন। জোড়াফুলের পতাকা ও মানুষ যেন উধাও। উল্টো রাস্তায় দেখা গেল কংগ্রেসের পতাকা ও কর্মী সমর্থকদের। বাসে করে তারা রওনা দিচ্ছেন শহিদ মিনারের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। তারা জানিয়ে গেলেন, এতদিন কংগ্রেসের কর্মীদের মৃত্যুর দিনটি হাইজ্যাক করে রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে সরকার বদল হতে তারা নিজেদের শহিদদের তর্পণ করতে কলকাতায় যাচ্ছেন। উত্তর ২৪ পরগনা, বিশেষকরে বসিরহাট ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। একুশে জুলাইয়ের দিনে হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, বসিরহাট, স্বরূপনগর থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা নৌকা করে এসে পরবর্তী বাসে, ট্রেনে কলকাতায় পাড়ি দিতেন। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হতেই সব ছবি পাল্টে গেল। দেখাগেল না ঘাসফুলের পতাকা নিয়ে লম্বা মিছিল। সুন্দরবন এলাকার নদীঘাট, নৌকায় দেখাগেল না জোড়া ফুলের পতাকা। সব যেন শুনশান। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া ও রাজনৈতিক দলের অন্দরে আড়াআড়ি বিভাজনে কর্ম, সমর্থকরা দিশাহারা। ফলে বসিরহাট জুড়ে তৃণমূল থেকে জাতীয় কংগ্রেসে, ঘাসফুলের নেতা কর্মী সমর্থকদের যোগদানের হিড়িক পড়েছিল। বসিরহাটে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল, তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার বহু কর্মী সমর্থক একুশে জুলাইয়ে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। একদিকে মমতা তৃণমূল, অন্যদিকে ক্ষমতার তৃণমূলের দ্বন্দ্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশে জুলাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে যেন ফিকে পড়ে গেল। একমাত্র স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল কিছু কর্মীদের নিয়ে মমতার ২১ জুলাই মঞ্চে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। অভিযোগ তাদের রাজারহাটের কাছে পুলিশ আটকে দিয়েছে। এছাড়া সামান্য কিছু নেতা বিহীন তৃণমূল কর্মী ট্রেনে করে পতাকা ছাড়াই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাইয়ের জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে বহু কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থক তারা বসিরহাটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শহিদ মিনারে যান। তৃণমূলের লোক না দেখা গেল ও কিন্তু কংগ্রেসের লোক মিছিল করে বহু মানুষ কলকাতার উদ্দেশ্যে গাড়ি করে রওনা দিচ্ছেন সেই ছবি বসিরহাটে দেখা গেল।

নবদ্বীপ শ্মশানে ঠাকুমার সঙ্গে সহমরণের চেষ্টা নাতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহ দাহের সময় ঘটে গেল শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন শ্মশানযাত্রী এক যুবক। শ্মশানকর্মী ও উপস্থিত অন্যান্য শ্মশান যাত্রীদের তৎপরতায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আংশিক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি মঙ্গলবার গভীর রাতে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে ঘটে। জানা গিয়েছে, গেঁদে সীমান্ত এলাকা থেকে এক মহিলার মৃতদেহ দাহ করতে আনা হয়েছিল। মৃতদেহটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রবেশ করানোর জন্য ট্রলিতে রাখা হয়েছিল। সেই সময় আচমকাই মৃতার নাতি ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, বয়স ৩০ ট্রলির উপর থাকা মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ট্রলিটি তখন ইতিমধ্যেই খোলা বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই উপস্থিত মানুষের চিৎকারে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শ্মশানকর্মী এবং অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা দ্রুত চুল্লির সামনে পৌঁছে যুবককে টেনে বাইরে বের করে আনেন। তবে ততক্ষণে তাঁর চোখ, মুখ-সহ শরীরের কিছু অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে দ্রুত নবদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি এখন স্থিতিশীল রয়েছেন। এই ঘটনার কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ঘটনার সময় যুবকটি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আবার পরিবারের তরফে অভিযোগ, তিনি অসুস্থ মানসিক অবস্থায় এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যদিও কোনও পরিস্থিতিতে তিনি মৃতদেহের সঙ্গে চুল্লিতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

একুশে জুলাইয়ে নিরুত্তাপ থাকল হাওড়া গ্রামীণের তৃণমূল শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ে বাস্তবিক নিরুত্তাপ থাকলো হাওড়া গ্রামীণের তৃণমূল শিবির। অন্যান্য বছর বাগনান থেকে কোনা পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগানো বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় নি। অথচ গত বছর একুশে জুলাইয়ে লোক আনার জন্য আগে থেকেই কর্মিসভা, প্রস্তুতি সভা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত বছর ও একুশে জুলাইয়ের দিন যানবাহন উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ বছর চিত্রটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় বিজেপি আসার পর পরই হাওড়া গ্রামীণের যে চারটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে সেই গুলি থেকে তৃণমূল কর্মীদের তেমন একটা সাড়া মেলেনি একুশে জুলাইয়ে যাওয়ার জন্য। উল্লেখ্য হাওড়া গ্রামীণ জেলার উদয়নারায়ণপুর, বাগনান,পাঁচলা ও উলুবেড়িয়া পূর্ব ও দক্ষিণ, বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উলুবেড়িয়া উত্তর, আমতা, শ্যামপুরে জই হয়েছে বিজেপির প্রার্থীরা। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার হাত বদলের পর পরই তৃণমূল শিবির দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির এই দুই শিবিরে বাস্তবিক বিভক্ত তৃণমূল। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুই শিবিরের আয়োজনেই অনুষ্ঠিত হয় একুশে জুলাই। স্বাভাবিকভাবেই দুই শিবিরই স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে লোক আনার কথা বলেছিল বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। কিন্তু উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রীয় বিধায়ক পুলক রায় ছাড়া বাকিরা সবাই ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেওয়ায় একুশে জুলাইয়ে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় তেমন একটা প্রভাব পড়েনি। আর এর বড়সড়ক কারণ হলো এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা। বাস্তবিকভাবেই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে রয়েছে। নিচুতলার কর্মীরা কোনও শিবিরে যোগ দিলে সুবিধা হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় তেমন একটা হিল দোল দেখা গেল না হাওড়া গ্রামীণ এলাকা জুড়ে। এরমধ্যেই হাওড়ার শ্যামপুরে কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় ভিত্তিতে শহিদ দিবস উদযাপন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এমনটাই সূত্রের খবর। তবে অনেকেই কার্যত গোপনেই দুই শিবিরেই নিজস্ব উদ্যোগে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

একুশে জুলাই আর 'অলিখিত ধর্মঘট' নয়,

স্বাভাবিক ছন্দে আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২১ শে জুলাই মানেই তৃণমূলের শহীদ দিবস পালন। আর এই কর্মসূচি ঘিরে সারা রাজ্য জুড়েই অলিখিত ধর্মঘট চলে। কিন্তু ২০২৬ সালের শহিদ দিবস পালনের দিন সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখা গেল রাজ্যে। স্বাভাবিক ছন্দেই চলল জীবন যাপন। সেই মতো আরামবাগ মহকুমা তথা আরামবাগ শহর ছিল একেবারে স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ অলিখিত ধর্মঘটের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করল। কিন্তু বিগত এই দিনে তৃণমূল নেতাদের রক্তচক্ষুর ভয়ে সারা আরামবাগ জুড়ে দোকান বন্ধ থেকে শুরু করে বাস চলাচল বন্ধ থাকে, বাসস্ট্যান্ডে বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় নাজেহাল অবস্থা হয় সাধারণ মানুষের। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে অফিস আদালতে সরকারি কর্মী থেকে সাধারণ মানুষদের দেখা যায় না। শহিদ দিবসের নামে চলে অত্যাচার আর তৃণমূল কর্মীদের ডিম, মাছ মাংসের পিকনিক। একটা দমবন্ধ হওয়া পরিস্থিতি। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় বের হয়েছে। স্বতির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয় যারা বাস মালিক তাদের মুখেও হাসি ফুটেছে। শহিদ দিবসে কলকাতা যাওয়ার নাম করে তিন চার দিন আগে থেকে জোর করে বাস তুলে নেওয়া হতো। কোনও ভাড়া দেওয়া হতো না বলে অভিযোগ। এমনকি একটু দেরি হলে বাস চালক থেকে শুরু করে বাসকর্মীদের চরম হেনস্থা করা হতো। এই বিষয়ে আরামবাগের বাস মিনিবাস অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'আজকে সুন্দর পরিবেশ বজায়। একুশে জুলাইয়ের আগে থেকে ১৮ জুলাই থেকে বাস তুলে নেওয়া। আমরা প্রশাসনের কাছে দৌড়াদৌড়ি করতাম। কিন্তু প্রশাসনেরও কিছু করার ছিল না। বাস থেকে প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে মারধর করা হয়েছে। বাসস্ট্যান্ডে মারধর করা হয়েছে। শহিদ দিবসের নামে তাণ্ডব চলেছে। এমপিকে এসি গাড়ি দেওয়া হয়নি বলে জুতোরটা খেতে হয়েছে। একটা অমানবিক চিত্র ছিল। আজকে সেটা নেই।' সংগঠনের সভাপতি বৈদ্যনাথ নন্দী বলেন, 'আমরা সবাই জানতাম বাস জোরজবস্তি করে নেওয়া হবে। কিছু করার থাকেনি। বাস ভাড়া নেওয়া হলেও কোনও টাকা দেওয়া হত না। আজ তৃণমূলের শহীদ দিবসে বাস মালিকরা স্বস্তিতে আছে। কোন জবরদস্তি নেই।' সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ জুড়ে তৃণমূলের শহিদ দিবসের নামে যে তাণ্ডব চলে আজ বিজেপির আমলে পুরোপুরি বন্ধ হওয়ায় সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ।

কালনা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে বিপত্তারিণীতে ভক্তের সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: প্রতি বছরের মত এবছরও বিপত্তারিণী পুজো উপলক্ষে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে। বিভিন্ন জেলা থেকে এদিন পূণ্যার্থীরা মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরে। ভোর চারটে থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলে পূজার্চনা। মা সিদ্ধেশ্বরী এখানে কালীরূপে অধিষ্ঠিত, ভীষণ জাগ্রত দেবী। বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ এখানে আসেন পুজো দিতে। সিদ্ধেশ্বরী মোড় থেকে, মন্দির পর্যন্ত বসে মেলা। বিভিন্ন রকম পসরা নিয়ে ব্যবসায়ীরা বসেন। ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় কালনা থানার পুলিশকে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে আগে থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে। এই কালনা বিধানসভার বিধায়কের নির্দেশে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি জল শিবিরের আয়োজন করে পুণ্যার্থীদের জল মিষ্টি প্রদান করা হয়। বিজেপির কর্মীরা জানান, হাজার মানুষ মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। ভক্তদের ক্লান্তি দূর করতেই বিধায়কের নির্দেশে তারা শিবির করেন ও মানুষকে সেবা প্রদান করেন।

এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/ ৪৪ এক্স, ৩য় তলা, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

টার্ম লোন (S) HBL অ্যাকাউন্ট নং - 31052032736

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বেহালা**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন যার তারিখ **১৯.১১.২০২৫**, যেখানে ঋণগ্রহীতা **বিভূতি দাস ও মিঠু দাস, সরকার পুল, গোপালপুর-১, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৮২ এবং পরিমল অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-১২, ৩য় তলা, প্রিমিসেস নং- ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬১, জয়রামপুর পোস্ট অফিসের কাছে** -কে বলা হয়েছে যাতে তারা নোটিশে উল্লেখিত **১,৬৮,৮৫৫.০০ টাকা (এক লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) ১৫.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ অর্জিত সুদ সহ পরিশোধ করেন। এছাড়াও আপনি উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা(গণ) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই **২০২৬ সালের ২১ জুলাই তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বেহালা-র ১৫.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ১,৬৮,৮৫৫.০০ টাকা (এক লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)** এবং হালনাগাদ অর্জিত সুদ ও পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি সাপেক্ষে হবে।
সিকিওরড সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

(পার্ট-১)
বুক-১, সিডি ভলিউম নম্বর ৫, পৃষ্ঠা ১১৪০ থেকে ১১৭৮, **২০১০ সালের জন্য নম্বর ০১১৪০** এ নিবন্ধিত, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-২ অফিস, ডি.এস.আর.-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

(পার্ট-২)
উপরের উল্লেখিত প্রথম তফশিল
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ **০৬ (ছয়) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক ২ (দুই) বর্গফুট** কম-বেশি তার উপর একটি **জি+তিন তলা** নবনির্মিত বিল্ডিং সহ যা **"পরিমল অ্যাপার্টমেন্ট"** নামে পরিচিত, যা রামনারায়ণ তালুক মৌজায়, পারগনা-বালিয়া, থানা-বেহালা, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), একত্রিত মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা-৭০০০৬১ এ অবস্থিত এবং আর.এস. নং ৮০½, তৌজি নং ৩৪৫, জে.এল. নং ৪, দাগ নং ৩৪১, খতিয়ান নং ৮৩ এবং দাগ নং ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, খতিয়ান নং ৮০, ৮১ ও ৮২, থানা বেহালা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এর অন্তর্ভুক্ত।
যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: সম্পত্তির বাউন্ডারি ওয়াল যার ওপারে অরুণ কুমার দাসের জমি ও সম্পত্তি রয়েছে, **দক্ষিণে:** ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, **পূর্বে:** ২২ ফুট কে.এম.সি. রোড, **পশ্চিমে:** প্রিমিসেস নং ৫৯সি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড।

উপরের উল্লেখিত দ্বিতীয় তফশিল
মালিক - শ্রী বিভূতি দাস ও শ্রীমতি মিঠু দাস
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট নং **১২**, তৃতীয়/শীর্ষ তলায়, উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় **৮০০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ, যাতে রয়েছে ০২ (দুই) টি শোওয়ার ঘর, ০১ (এক) টি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, ০১ (এক) টি রান্নাঘর, ০১ (এক) টি টয়লেট এবং ০১ (এক) টি ডব্লিউ.সি. এবং একটি বারান্দা, জমি এবং ছাদ ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধায় সমান অধিকারের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ, একত্রিত মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা-৭০০০৬১, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) -এ অবস্থিত।

তারিখ: ২১.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মেরিগোল্ড মার্কেন্টাইলস লি.
CIN : L51109WB1982PLC035596
২, লাল বাজার স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন- +৯১ ৯৮৩০০-৪২৪৭০; ইমেইল- merrygoldmercantiles@gmail.com

ইক্যুইটি শেয়ার তালিকা বিমুক্তির বিশেষ প্রস্তাবের বিষয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে গৃহীত ভোটের ফলাফল প্রকাশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১১০ ধারা ও অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যদি থাকে) এবং তৎসহ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪; সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এবং সেবি (ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকা বিমুক্তি) প্রবিধান, ২০২১ (সংশোধিত)-এর বিধানাবলি অনুযায়ী, কোম্পানি 'দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড' থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের স্বেচ্ছায় তালিকা বিমুক্তির (ডিলিস্টিং) বিষয়টি অনুমোদন করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রস্তাবের জন্য 'পোস্টাল ব্যালট'-এর মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং-এর সাহায্যে) শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চেয়েছিল।

এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি মঙ্গলবার ১৬ জুন, ২০২৬ সকাল ৯টায় শুরু হয়েছিল এবং বুধবার ১৫ জুলাই, ২০২৬ বিকেল ৫টায় সমাপ্ত হয়।

পরিচালনা পর্ষদ শ্রীমতী নেহা পোদ্দার-কে (একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি; সদস্যপদ নং ৩৩০২৬, সিপি নং ১২১৯০) 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিযুক্ত করেছিল, যাতে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করা যায়।

১৭.০৭.২০২৬ তারিখের স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল নিম্নরূপ

বিবরণ	ভোটের সংখ্যা
মোট প্রদত্ত বৈধ ভোট	২,৪৫,০০০
পক্ষে প্রদত্ত ভোট	২,৪৫,০০০
বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	নেই
অবৈধ ভোট (যদি থাকে)	নেই

কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলো স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তি থেকে প্রত্যাহার -এর জন্য **প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে** একটি বিশেষ প্রস্তাব পাস হয়েছে; এই প্রক্রিয়াটি 'পোস্টাল ব্যালট'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে 'রিমোট ই-ভোটিং' বা দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।
পাশাপাশি, কোম্পানিটি সেবি-র (ডিলিস্টিং অফ ইকুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস, ২০২১-এর ১১ প্রবিধান অনুযায়ী পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনও লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়ায়, প্রস্তাবের পক্ষে পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যার অন্তত দ্বিগুণ হয়েছে। ভোটিং-এর ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন **'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' (সিডিএসএল)**-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং **'দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড'**-এর কাছেও তা জমা দেওয়া হয়েছে।

মেরিগোল্ড মার্কেন্টাইলস লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
সনৎ মন্ডল
বিএনকে সিকিউরিটিজ প্রা. লি.
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১ জুলাই, ২০২৬

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫২-৬০০০; ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(৫.৪৭)	(১.৮০)	(৪.৪৩)	৩৭৭.৭৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৫.৪৭)	(১.৮০)	(৪.৪৩)	৩৭৭.৭৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৫.৪৭)	(১.৮০)	(৪.৪৩)	২৭৮.৯৮
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	(৫.৪৭)	(১.৮০)	(৪.৪৩)	২৭৮.৯৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২,৩৫২.৯০
মৌলিক ও মিশ্রিত আয় শেয়ার প্রতি (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.২৪)	(০.০৮)	(০.২০)	১২.৪৫

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ জুলাই, ২০২৬

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সন্তোষপুর শাখা
১৫৯ এ সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭০০০৭৫

পরিশিষ্ট-IV
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৭-০৩-২০২৬ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী সনাকা ঘোষ এবং শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১২,৩২,২১৯.০২ টাকা (বারো লক্ষ বত্রিশ হাজার দুশো উনিশ টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র)** এবং তার ওপর ১৯-১২-২০২৫ তারিখ থেকে মাসিক স্থিতির উপর বার্ষিক ৯.৪০% হারে সুদ সহ বার্ষিক ২.০০% হারে অতিরিক্ত দণ্ডমূলক সুদ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক বহিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের জুলাই মাসের ২১ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১২,২৩,৫১৮.১০ টাকা এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সন্তোষপুর শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
৫ ডেসিমেল বা ৩ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং তার সাথে একটি দোতলা আবাসিক ভবন যা মৌজা- নাটাগাছি, জেএল নং-৯৭, রে. সু. নং-১৯৫, তৌজি নং-১০৯, আরএস খতিয়ান নং-১০, এলআর খতিয়ান নং- ১১২২, আরএস দাগ নং-৪৪২, এলআর দাগ নং-৫৪২, থানা- সোনারপুর, হোল্ডিং নং ৪৭৪৯, কালীকাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এ শ্রীমতী সনাকা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)-এর নামে অবস্থিত।
এই জমি **সম্পত্তিটির চৌহদ্দী: উত্তরে:** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণে:** ক্ষুদিরাম ঘোষের ফাঁকা জমি; **পূর্বে:** পুকুর; **পশ্চিমে:** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা।

তারিখ: ২১.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজি. অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ০৪৪১
ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com; ইমেল : corporate@kesoram.com

১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ('দি কোম্পানি')** সদস্যদের **১০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') বা আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের সুবিধার জন্য।

এমসিএ সার্কুলার এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি সার্কুলার এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধান মেনে, কোম্পানি ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি সেই সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kesocorp.com**-এ পাওয়া যাবে, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এ দেখতে পারবেন। প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশটি দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-এর কাছেও পাঠানো হয়েছে।

সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম-এর উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪-এর নিয়ম ২০-এর সাথে পঠিত বিধান এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সেবি তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এসএস-২)-এর প্রবিধান ৪৪ অনুসারে, কোম্পানিটি তার সদস্যদের ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে**, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

এজিএমের আগে এবং এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার ১৪ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ১৭ আগস্ট ২০২৬ বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে। একবার কোনও সদস্য কোনও সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার পরে, তাকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও একজন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। নোটিশ প্রেরণের পরে এবং **কাট-অফ তারিখ মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট ২০২৬** তারিখে শেয়ারধারী যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন, তিনি **evoting@nsdl.com** এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলি বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখে গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে যদি প্রস্তাবগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য কোম্পানি কর্তৃক একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (ICSI CP No. 11933) ঋতু বাজাজকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং ঘোষিত ফলাফল, সমন্বিত স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.kesocorp.com**, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এ পোস্ট করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লিমিটেড, **www.bseindia.com**, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, **www.nseindia.com** এবং **দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, www.cse-india.com** এও জানানো হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার আগে বা চলাকালীন যেসব সদস্যের সহায়তার প্রয়োজনে তারা **evoting@nsdl.co.in**/১৮০০ ১০২০ ৯৯০/১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যেসব সদস্য ই-মেইল পাননি অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত নয়, তাদের ই-মেইল ঠিকানা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে। যেসব সদস্যদের বাস্তব আকারে শেয়ার রয়েছে, তাদের নিম্নলিখিত (ক) সদস্যদের নাম, ঠিকানা, ফোলিও নম্বর ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র (খ) শেয়ার সার্টিফিকেটের (উভয় দিকের) স্ক্যান করা কপি (গ) বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ **mcssta@rediffmail.com** ঠিকানায় এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, কলকাতা সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা শাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ২১ জুলাই ২০২৬
স্থান: কলকাতা

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U70109WB1983PTC035764
নিবন্ধিত ঠিকানা : ১০০৪-০৫ কৃষ্ণা বিল্ডিং,
২২৪ এজেসি বোস রোড, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭০০ ০১৭ (বর্তমানে বন্ধ)
মাননীয় এনসিএলটি-র ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী আই.এ নং ৭২৩/কেবি/২০২২ এবং সি.পি. (আইবি)/৫৫৭(কেবি) ২০১৭ কোম্পানিটি লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে

https://baanknet.com 'মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড' (বর্তমানে অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)-এর সম্পদসমূহ; যার মধ্যে রয়েছে চা বাগানের জমি ও ভবনের মেয়াদোত্তীর্ণ/অ-মেয়াদোত্তীর্ণ ইজারা স্বত্ব, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, এবং সিকিউরিটিজ ও আর্থিক সম্পদ; ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব কোড (IBC), ২০১৬' এবং 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (অবসায়ন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬'-এর বিধান অনুযায়ী বিক্রি করা হচ্ছে। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'আইবিবিআই অবসায়ন প্রক্রিয়া প্রবিধান ২০১৬'-এর ৩২(বি) ধারা অনুযায়ী 'স্লাম্প সেল' পদ্ধতিতে এবং কঠোরভাবে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সম্পন্ন হবে। মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চের ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ সি.পি.(আইবি)/৫৫৭ (কেবি) ২০১৭ অনুযায়ী নিযুক্ত অবসায়নকারী শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা এই বিক্রয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https://baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম	বিবরণাদি	ব্লক
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	২২.০৭.২০২৬
২.	নিলাম অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ	২৩ জুলাই ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ১৩ আগস্ট ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত আগাম জ্ঞাত করা সাপেক্ষে।
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতা প্রয়োজনীয় নথি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং বায়না জমা (ইএমডি) ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মে দাখিল করবেন	২৪ জুলাই ২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম উপলব্ধ ওয়েব পোর্টাল https://baanknet.com মাধ্যমে ১৭ আগস্ট ২০২৬ (সোমবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রি সম্পাদিত হবে। ই-নিলাম লিকুইডেটর কর্তৃক ব্যাঙ্কনেট ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com মাধ্যমে ১৭ আগস্ট ২০২৬ (সোমবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন , ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩। ip.dkvte@gmail.com

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহের বিক্রয় নিম্নে উল্লিখিত :

সম্পদসমূহের বিবরণ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে 'স্লাম্প সেল -২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে' (মেয়াদউত্তীর্ণ/অনুত্তীর্ণ লিজ অধিকার -টি এস্টেট এবং ভবনের, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস সহ)' (উল্লেখ্য টেন্ডার নথি বিস্তারিত জন্য) 'যে যেমন আছে ভিত্তিতে', ' যা আছে ভিত্তিতে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী অবস্থিত : সাইট -১ : দুতেরিয়া টি এস্টেট, থানা : জোড়বাংলো, মৌজা -দুতেরিয়া টি গার্ডেন, জেলা -দার্জিলিং, তৌজি নং ১৪এফ, বিআই-৩৭ এবং বিআই-৪। সাইট -২ : কলেজা ভ্যালি টি এস্টেট, থানা : জোড়বাংলো, মৌজা-কলেজা ভ্যালি টি গার্ডেন, জেলা : দার্জিলিং, তৌজি নং -বিআই-১১২ এবং বিআই-৩৬ (সিডি এর লিজ অধিকার বিস্তারিত টেন্ডার নথি অনুযায়ী বিবাদিত) সাইট -৩ : অবস্থিত পেশক টি এস্টেট, রঙ্গলি রঙ্গলিওট তেহশিল - জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ। সাইট -৪ : সিমরিপানি টি এস্টেট, মৌজা-সিমরিপানি টি এস্টেট, জেলা : দার্জিলিং, থানা : সুখিয়াপোখরি, তৌজি নং ৮৭৯।	https://baanknet.com লিকুইডেটর কর্তৃক ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com মাধ্যমে ১৭ আগস্ট ২০২৬ (সোমবার) তারিখ সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	১৪,০০,০০,০০০ টাকা (চৌদ্দ কোটি টাকা)	১,৪০,০০,০০০ টাকা (এক কোটি চল্লিশ লাখ টাকা)	২৫,০০,০০০ টাকা (পঁচিশ লাখ টাকা)

নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পদসমূহের বিবরণ লিকুইডেটর-এর সর্বোত্তম জানা তথ্য অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে; তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো ভুল বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. নিলামকৃত সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো দায়, স্বত্ব-সংক্রান্ত দাবি, ভার বা দায়বদ্ধতা কিংবা সরকার বা অন্য কোনো পক্ষের কোনো বকেয়া পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী নিলাম-অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সম্পত্তি-সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা; যেমন আইনগত বাধ্যবাধকতা, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে খোঁজখবর নেন।
৩. সমস্ত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ এবং এ-সংক্রান্ত কোনো আইনি বিষয় থাকলে তা 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য নথিতে' প্রকাশ করা হয়েছে; নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে উক্ত নথিটি আবশ্যিকভাবে দেখে নিতে হবে।
৪. এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এবং এটি লিকুইডেটর বা কোম্পানির ওপর বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কোনো বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে না। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনো প্রকার দায়ভার গ্রহণ না করেই লিকুইডেটর এই প্রক্রিয়া বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/বা কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬' এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে পরিচালিত হবে। যোগ্য দরদাতারা **https://baanknet.com** পোর্টালে আয়োজিত ই-নিলামে অংশগ্রহণ করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড' যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-নিলামটি কঠোরভাবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানকারী 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলাম সংক্রান্ত যাবতীয় শর্তাবলী **https://baanknet.com**-এ উপলব্ধ 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য নথিতে' উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. **ip.dkvte@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এবং পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি প্রদানসাপেক্ষে, ২৩ জুলাই ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৩ আগস্ট ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত সম্পদ যাচাই-বাছাই, পরিদর্শন এবং সরেজমিনে স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।
৮. আগ্রহী দরদাতাদের একটি মুচলেকা জমা দিতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 'কোড'-এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী তাদের কোনো অযোগ্যতা নেই এবং কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাদের জমা দেওয়া 'আমানত অর্থ' বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প শুল্ক এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়।
১০. আগ্রহী দরদাতাদের 'BAANKNET' ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে; এর মধ্যে 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড'-এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী যোগ্যতার ঘোষণাপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
১১. আগ্রহী দরদাতাদের শুধুমাত্র 'Baanknet' নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই 'আমানত অর্থ' জমা দিতে হবে।
১২. যদি সর্বোচ্চ দরদাতা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন (বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কারণসহ), তবে তাদের জমা দেওয়া 'আমানত অর্থ' বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে একটি একক সামগ্রিক 'স্লাম্প সেল' বা এককালীন সমষ্টিগত বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে, যার আওতায় নগদ অর্থ এবং ব্যাংক ব্যালেন্স অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।
১৪. কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে, **www.ibbi.gov.in**-এ উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং নির্দেশিকা নথিপত্র দেখা যেতে পারে। এছাড়া, +৯১ ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন করে অথবা **support.baanknet@psballiance.com** ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৫. সর্বোচ্চ দরদাতা হলেই যে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফল দরদাতা হিসেবে গণ্য হবেন, তা নয়। সর্বোচ্চ দরদাতা ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে যোগ্যতা যাচাই করা হবে। এরপর ওই দরদাতাকে সফল হিসেবে ঘোষণা করা বা বাতিল করা, অথবা পরবর্তী সর্বোচ্চ যোগ্য দরদাতার বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্তটি 'কমিটি অফ ক্রেডিটরস'-এর অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে; এক্ষেত্রে 'লিকুইডেশন রেগুলেশনস'-এর প্রথম তফসিল অনুযায়ী অন্তত ৬৬ শতাংশ ভোটিং শেয়ারের সম্মতি প্রয়োজন হবে।
১৬. বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট অংশ লিকুইডেটর বা অবলুপ্তি-প্রক্রিয়া পরিচালনাকারীর লিখিত দাবির ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ৩০ দিনের পরে অর্থ প্রদান করলে বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। ৯০ দিনের মধ্যে প্রযোজ্য সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, 'ই-অকশন প্রসেস ডকুমেন্ট' এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী বিক্রয় বাতিল এবং অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৭. সময়সীমার কোনো পরিবর্তন হলে তা ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
১৮. কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, **লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগ করার জন্য ব্যক্তি হলেন শ্রী ঋষি মুরারকা, মোবাইল নম্বর ৯৮৩০৬১৩৪৯৪, ইমেল ip.dkvte@gmail.com**

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
এ বিষয়ে লিকুইডেটর
মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ
ইমেল আইডি : ip.dkvte@gmail.com
তারিখ : ২২/০৭/২০২৬
স্থান : কলকাতা
ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩

পঃ মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূল

শহিদ দিবস এড়ালেন দুই জেলার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে মঙ্গলবার বিচ্ছিন্নভাবে দুই গোষ্ঠীর তৃণমূল কর্মীরা কলকাতায় ২১ শে জুলাইয়ের শহিদ সভায় যোগ দিয়েছেন। রাজ্যের তৃণমূল সরকার থাকার সময় গত বছর পর্যন্ত শহিদ সভার জন্য যে রমরমা প্রস্তুতি নেওয়া হতো তা এবছর ছিল না। বিজেপি সরকার আসার পর তৃণমূল দল আড়াআড়িভাবে দু'ভাগ হয়ে যাওয়ায় শহিদ দিবসের সেই জৌলুস হারিয়েছে। শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ক্ষতত্রপন্থী ও মমতাপন্থীদের দড়ি টানাটানিতে সরগরম হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। তাই সারা রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাতেও দ্বিধা বিভক্ত তৃণমূল নেতাকর্মীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় গিয়েছেন। গত বছর পর্যন্ত কলকাতায় বড় আকারে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বেসরকারী বাস ভাড়া করে সেই সমাবেশে হাজার হাজার নেতা কর্মী যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এবার তৃণমূল ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু টুকরো হয়েছে শহিদ সমাবেশও। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর এমনিতেই কর্মীরা চরম হতাশায় ভুগছেন। তার ওপর দলের আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যাওয়া গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে এবার বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকা থেকে দুই শহিদ সমাবেশে প্রায় হাতে গোনা কিছু নেতাকর্মী যোগ দিয়েছেন। অনেক নেতা কর্মীর মধ্যেই দেখা গেছে অনীহা। শহিদ সমাবেশে না যাওয়ার পেছনে তারা বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। শহিদ পরিবারের মধ্যেও সেই তাগিদ দেখা যায়নি। ১৯৯৩ সালে কংগ্রেসের তৎকালীন যুবনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকরণ অভিযানে যোগ দিয়ে কেশপুরের আব্দুল খালেক পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন। তাই তার স্ত্রী কোহিনুর বিবিকে প্রতিবছর শহিদ সমাবেশ মঞ্চে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এবছর তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মমতার শহিদ সমাবেশে যোগ দেননি। যদিও তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর তরফেই কোহিনুরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে প্রতিবছর আমন্ত্রণ জানানো হতো নেতাইয়ের শহিদ পরিবারগুলিকে। বর্তমানে দু টুকরো তৃণমূলের ডামাডোল পরিস্থিতিতে কোনও পক্ষ থেকেই এবার তাদের ডাকা হয়নি। তাই, নেতাই থেকেও শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে কেউ যাননি। শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুই জেলায় নেতাকর্মীদের মধ্যে আগে যেরকম উন্মাদনা ছিল এবার তার ১০ শতাংশও চোখে পড়েনি। আগে প্রতিবছর প্রায় ৬০০ বাস যেত দুই জেলা থেকে। ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, খড়গপুর, মেদিনীপুর, দাসপুর, সবং, ডেবরা, দাঁতন, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, পিংলা, ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, জামবনি, বেলপাহাড়ি ও শিলদা থেকে সেই সমস্ত বাসে করে নেতাকর্মীরা কলকাতায় শহিদ সমাবেশে যেতেন। কিন্তু এবার কোন পক্ষ থেকেই বাস ভাড়া নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেনি বলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মৃগাঙ্ক মাইতি জানিয়েছেন। কালীঘাট তৃণমূল এবং বিদ্রোহী তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার তারা বাস ও ট্রেনে করেই কলকাতার শহিদ সমাবেশে যোগ দিয়েছেন।

বনগাঁর তিন জায়গায় ইডি-র তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁর সুভাষপল্লি এলাকায় তিনটি বাড়িতে ইডি'র অভিযান। মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সুভাষপল্লিতে প্রথমে দু'টি বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। জানা গিয়েছে, বিশাল বিশ্বাস এবং অভিজিৎ বিশ্বাসের বাড়িতেই হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। ইডি সূত্রের খবর, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পতে টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। বিশাল বিশ্বাসের মায়ের দাবি, 'বিশাল দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বনগাঁয় থাকে না। তাঁদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এরপরই বনগাঁ সুভাষপল্লিতে বিশাল বিশ্বাসের বন্ধু সুরাজ দাসের বাড়িতে যায় ইডি আধিকারিকরা। সুরাজ বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন, তাঁর বাড়িতে তাঁর ভাই সৌভিক দাসের সঙ্গে কথা বলেন ইডি আধিকারিকরা এবং সুরাজের ফোন নম্বর সংগ্রহ করেন। সুরাজের ভাই সৌভিক দাসের দাবি, বিশাল সুরাজ দাসের ছোটবেলার বন্ধু। তাদের সঙ্গে বিশালের কোনও যোগাযোগ নেই। ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করবে। প্রায় ১০ ঘন্টা পর বনগাঁর সুভাষপল্লী থেকে বেরিয়ে গেলেন ইডি আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সাত সকালে প্রথমে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর সুভাষপল্লী এলাকায় অভিজিৎ বিশ্বাস এবং বিশাল বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। বিশালের বাড়ি থেকে আগেই বেরিয়ে আসেন তাঁরা। পরবর্তীতে প্রায় ১০ ঘণ্টা পর অভিজিৎ বিশ্বাস এর বাড়িতে থেকে বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। অভিজিৎ বিশ্বাসের স্ত্রীর দাবি, ইডি আধিকারিকরা তাঁর জ্যাঠা শ্বশুরের ছেলে বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের খোঁজে এসেছিল তাদের বাড়িতে। কি দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করতে এসেছিল তা তিনি জানেন না।

সরকার পরিবর্তনের পর ইন্দাসে ফিকে প্রথম ২১ জুলাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: রাজ্যে সরকারপরিবর্তনের পর এবছরের ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসকে ঘিরে ইন্দাসে দেখা গেল এক ভিন্ন চিত্র। দীর্ঘদিন ধরে এই দিনকে কেন্দ্র করে বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশনে ভোর থেকেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক ভিড় এবং কলকাতাগামী বাসের চাপ লক্ষ করা যেত বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। তবে এ বছর সেই ছবি দেখা যায়নি বলে দাবি বিজেপির। সোমবার সকাল থেকেই ইন্দাস বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের হাতে জলের বোতল ও লাড্ডু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির ইন্দাস মণ্ডল-১-এর সহ-সভাপতি সৌরভ বৈরাগ্য বলেন, 'সকাল থেকেই আমরা বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশনে জলের বোতল ও লাড্ডু নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু শহিদ দিবসে যাওয়ার মতো তৃণমূল কর্মীদের দেখা মেলেনি। আগে এই দিনে সাধারণ মানুষকে বাসের সমস্যায় পড়তে হতো। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছেন এবং আমরা মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যার সমাধানে কাজ করব।' তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেন, 'যত বড় মঞ্চই তৈরি হোক না কেন, এখন আর আগের মতো লোকসমাগম হবে না।'

বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মাননা, গুণীজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল মানিকতলায় রাজা রামমোহন লাইব্রেরিতে। বিশেষ অতিথি এবং সাংবাদিক সম্মাননার মধ্যে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে মর্যাদাপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে সমাজগঠন এবং সুন্দর সংস্কৃতির বিকাশে সাংবাদিকগণ, সাংস্কৃতিক শিল্পীবৃন্দ ও বিশিষ্ট গুণীজনদের অবদানকে মর্যাদা মন্ডিত করার উদ্যোগ ও আমন্ত্রণে সমবেত হয়েছিলেন চিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনরা। পুরো অনুষ্ঠানটি মূলত তিনটি পর্বে বিন্যস্ত ছিল।

সূচনাদ্বীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয়ে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গুণীজন সংবর্ধনা ও সাংবাদিক সম্মাননা। উপস্থিত দর্শক ও অতিথিদের গভীরভাবে আপ্লুত করে এদিনের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিরলস দক্ষতায় পরিচালনা করেন বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের কেন্দ্রীয় সম্পাদক কাওসার আলী। এই আয়োজনে সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় থাকা সদস্যদের সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়। সমাজের দর্পণ হিসেবে কর্মরত নির্ভীক সাংবাদিকদের অক্লান্ত অবদানের জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী একাধিক গুণী মানুষকে সংবর্ধিত করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত গুণীজনেরা। আয়োজক সংস্থা 'বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাব'-এর কর্মকর্তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু, মার্জিত ও সফলরূপ পায়। অবশেষে, সম্মেলক কণ্ঠে বন্দেমাতরম মন্ত্রের সুরে সমাপ্ত হয় এদিনের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অনিন্দিতা দাস, অভিনেতা বীরেশ চক্রবর্তী, সিটি ক্যাবলের কর্ণধার তিনকড়ি দত্ত, তন্ময় ব্যানার্জী, সাংবাদিক ধৃতরাষ্ট্র দত্ত, পঙ্কজ দত্ত, আসাদুল মোল্লা, অনুপম পাত্র, অনুপ সরকার, ও আরও অনেক সাংবাদিক বন্ধু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশেষ চাহিদা সক্ষম শিশুদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৭.০৮.২০২৬** তারিখে **১৯,০৮,০৭,৮৫৬/- টাকা** ১৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পিটিএস লিমিটেড এবং জামিনদার(গণ): ১) শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল,** পিতা- শ্রী রাম নিবাস গোয়েল, **২) শ্রীমতী পূজা গোয়েল,** পিতা- শ্রী ভোলা রাম কেডিয়া, **৩) শ্রী রাম নিবাস গোয়েল** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	দ্য কোহিনুর ক্লাসিক-এর ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪বি বিশিষ্ট ফ্লোর এরিয়ার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৪৬০০ বর্গফুট (খোলা ছাদ সহ সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করে) এবং একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) চারটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ; এর সাথে ০.৪ এয়র পরিমাপের ভূমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যার দাগ নং ৪৫৯(০)/২৯৬২(এন), কে.পি. পাট্টা নং ৮৮(০)/১৫১২(এন), বিক্রয় দলিল নং ৮৯৬২/২০১৬, যা গ্রাম- ওদালবাকরা গাঁও, মৌজা- বেলতলা, জেলা- কামরূপ (এম), আসাম-এ অবস্থিত, **বিক্রয় দলিল নং ৮৯৬২ বছর ২০১৬ এবং সংশোধনী দলিল নং ৮৯৭৬ বছর ২০১৭, যা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল-এর মালিকানাধীন।** **ভবনটির চতুঃসীমা হলো:-** উত্তর- রাজেন গোহাইনের জমি, দক্ষিণ- হরেশ্বর ডেকার জমি, পূর্ব- উত্তর কামালুর জমি, পশ্চিম- ২৩ ফুট চওড়া রাস্তা। সম্পত্তি আইডি : SBIN00588485301	১. সংরক্ষিত মূল্য: ১,১২,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ১১,২০,০০০/- টাকা ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ- সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত। দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices, https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন। (*) নির্দিষ্ট এই অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://baanknet.com/eauction-psb/x-login সহায়তার জন্য- support.BAANKNET@psballiance.com দেখুন।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৬ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৫তম তল, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫২-৬০০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৬০.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৬০.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৫.১৯	১৭.০৩	৬.৬০	৪০.৭৫	৫.০৯	১৬.৯৭	৬.৪৮	৪০.৫০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৫.১৯	১৭.০৩	৬.৬০	৪০.৭৫	৫.০৯	১৬.৯৭	৬.৪৮	৪০.৫০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৪.৩৭	১৩.৮৮	৫.৫৭	৩৪.২৮	৪.২৭	১৩.৮২	৫.৪৫	৩৪.০৩
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের (কর পরবর্তী) সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	৫.৫৭	৬.৪৭	(৮.৯১)	১৭.৯১	৫.৪৫	৬.৪৪	(৯.১৩)	১৭.৫৩
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৫৫০.২৩	-	-	-	৫৪৪.৮৮
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.০৯	০.২৮	০.১১	০.৭০	০.০৯	০.২৮	০.১১	০.৬৯

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ জুলাই, ২০২৬
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: বহরমপুর
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: zoberhampore@indianbank.bank.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তাবলী দেখুন]
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সিকিওরড ক্রেডিটর)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে''**; এবং **''যাই থাক না কেন''** ভিত্তিতে **২৭.০৮.২০২৬** তারিখে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সিকিওরড ক্রেডিটর)-এর নিকট দায়বদ্ধ ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ)-এর কাছ থেকে বিক্রি করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিওরড ক্রেডিটরের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী: চিত্তরঞ্জন ঘোষ** রামনগর, পোঃ - চাকদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২২২। **২. শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা / স্বত্বাধিকারী এবং মর্টগেজর),** পিতা- প্রয়াত নিত্য গোপাল ঘোষ রামনগর, পোঃ - চাকদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২২২। **৩. শ্রী সুদীপ ঘোষ (গ্যারান্টার),** পিতা- চিত্তরঞ্জন ঘোষ রামনগর, পোঃ - চাকদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২২২। **খ) চাকদহ শাখা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বিল্ডিং যা জে.এল. নং ১১, মৌজা - ধানিচা, ১৮ শতক বা ০.১৮ একর জমি এবং তার উপর বিল্ডিং ও দোকান ঘর সহ, প্লট নং আর.এস ও এল.আর. ৭০১/৯১০, খতিয়ান নং আর.এস ৫৬, ২৪১, ৩১৪, ৬০৩, এল.আর. ৩৯, ৭৬২, বর্তমান এল.আর. ১২৪৭- এর অধীনে, ভিটি (বাণিজ্যিক) ও চাতাল (বাণিজ্যিক) -এ রূপান্তরিত, তাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম - ধানিচা, এডিএসআরও চাকদহ, নদীয়া, থানা - চাকদহ, **শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষের নামে রয়েছে। উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: রাস্তা, দক্ষিণে: মদন মোহন বৈষ্ণব ও অন্যদের সম্পত্তি, পূর্বে: বিশ্বজিৎ সাহার সম্পত্তি, পশ্চিমে: সুভাষ সরকারের সম্পত্তি।	**২৬,৯৭,৩১৯.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো উনিশ টাকা মাত্র) **২০.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) **৪৪,৫৫,০০০.০০ টাকা (*)** (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়পঞ্চানত হাজার টাকা মাত্র) খ) **৪,৪৫,৫০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ পঁয়চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30144104402** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল**
২.	ক) ১. **শ্রীমতি সুলেখা ব্যানার্জী (ঋণগ্রহীতা কাম মর্টগেজর),** স্বামী- প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জী ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক - এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পৌরসভা, নদীয়া, পিন-৭৪১ ২৩৫। **২. শ্রীমতি ডোনা ব্যানার্জী (ঋণগ্রহীতা ও মর্টগেজর),** পিতা- প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জী ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক এফ, সোনার ভুবন, ওয়ার্ড নং ২০, কল্যাণী পৌরসভা, নদীয়া, পিন-৭৪১ ২৩৫। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার সাথে নীচের জমির আনুপাতিক অংশ রয়েছে, ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক - এফ, হোল্ডিং নং F-57/225/F/G/H(D), পোঃ- কাঁচরাপাড়া, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা কাঁচরাপাড়া, জে.এল. নং ৫৭, আর.এস ও সি.এস এল.আর দাগ নং ২২৫, এল.আর খতিয়ান নং ১০০৭, ১৫৬১, কল্যাণী পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২০, এডিএসআরও - কল্যাণী, দলিলের বিবরণ: দলিল নং ১/১৩০৩০৩৩৩০৩ তারিখ ৩১.০৫.২০২২, জমির আয়তন - ১২ কাঠা ১৫ ছটাক ২৩ বর্গফুট, জমির প্রকৃতি বাস্তু, ফ্ল্যাটের আয়তন - ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, আচ্ছাদিত এলাকা - ৬৩০ বর্গফুট, ২টি শোওয়ার ঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা, ''সোনার ভুবন, বাগমোর, বিল্ডিংয়ের নাম - কদমিন'' নামে, **শ্রীমতি সুলেখা ব্যানার্জী এবং শ্রীমতি ডোনা ব্যানার্জীর নামে, যার সীমানা:** উত্তরে - ফ্ল্যাট নং ৪, দক্ষিণে - ফ্ল্যাট নং ২, পূর্বে - সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে - খোলা জায়গা।	**২৪,১২,৩৫২.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ বারো হাজার তিনশো বায়ান্ন টাকা মাত্র) **২০.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) **১৯,৪৪,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,৯৪,৪০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30439369205** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৭.০৮.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নং 8291220220**, ই-মেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং 82912 20220** এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের ওয়েবসাইটে (https://baanknet.com) সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় উপরে উল্লেখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / মর্টগেজর(গণ) / গ্যারান্টার(গণ)-এর জন্যও একটি নোটিশ।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বহরমপুর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সাগরদিঘি শাখা
লালগোলা মহারাজা রোড, পোঃ ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV [নিয়ম ৮(১) দেখুন]
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অনুমোদিত আধিকারিক নীচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখগুলিতে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর নিয়ম ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনো লেনদেন নীচে দেওয়া প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বিরাটি শাখার** চার্জ সাপেক্ষে হবে।
নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের সেকশন ১৩-র সাব- সেকশন (৮)-এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	চার্জ করা / বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল)	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	**ক) সাগরদিঘি শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: শ্রী আশিষ কুমার ভকত,** পিতা- রঘুনাথ ভকত **জামিনদার: শ্রী সমীর স্বর্ণকার,** পিতা- প্রয়াত দীননাথ স্বর্ণকার **রাজকুমারী ভকত,** স্বামী- রঘুনাথ ভকত **সকলের ঠিকানা:** গ্রাম- পোপাড়া, উত্তরবাজার, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২২৬।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ ২.০০ ডেসিমেল এবং তার উপর থাকা জমি ও বিল্ডিং, **শ্রী আশিষ কুমার ভকতের নামে,** উপহার দলিল নং I-৩১৩১/২০১৫, তারিখ ২৭.০৮.২০১৫ মূলে, মৌজা- পোপাড়া, থানা- সাগরদিঘি, প্লট নং আর.এস ও এল.আর. ২৮৯৮ এবং ২৮৯৯, খতিয়ান নং এল.আর.- ১৬০৯, আর.এস ৭০৮৩ জে.এল. নং ০৮৮, মৌজা- পোপাড়া, জমির প্রকৃতি ০১ ডেসিমেল দোকান এবং ০১ ডেসিমেল বাড়ি। **উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে - স্বপন ভকতের সম্পত্তি, দক্ষিণে - পরেশ ভকতের সম্পত্তি, পূর্বে- রঘুনাথ ভকতের সম্পত্তি, পশ্চিমে - ১২০ ইঞ্চি চওড়া মেটাল রাস্তা।	**ক) ০৬.০৫.২০২৬** **খ) ২০.০৭.২০২৬** **গ) ২৯,৪১,৩৬১.০০ টাকা** (ঊনত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো একষট্টি টাকা মাত্র) **২০.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ।
২.	**ক) সাগরদিঘি শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: শ্রী আজারুল হক,** পিতা- নজরুল হক **জামিনদার: শ্রীমতি জেসমিন বিবি,** স্বামী- আজারুল হক **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম- পোপাড়া, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২২৬।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ ৯.০০ ডেসিমেল এবং তার উপর থাকা জমি ও বিল্ডিং, **শ্রী আজারুল হকের নামে,** উপহার দলিল নং I-১৫২৫/২০০৩ তারিখ ০৭.০৩.২০০৩ এবং I-২৭৮৮/২০০৪ তারিখ ১৮.০২.২০০৪ মূলে, মৌজা- পোপাড়া, থানা- সাগরদিঘি, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং এলআর ২৬৫৯, দাগ নং এলআর ২৯৫৭, জমির প্রকৃতি: বাড়ি। **উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: রাহেদ সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে: মঙ্গল প্রামাণিকের সম্পত্তি, পূর্বে: কংক্রিটের রাস্তা, পশ্চিমে: ডাঃ চাঁদসীর সম্পত্তি।	**ক) ১৩.০৯.২০২৫** **খ) ২০.০৭.২০২৬** **গ) ৬৪,৬৫,৮২৮.০০ টাকা** (চৌষট্টি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো আঠাশ টাকা মাত্র) **২০.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ।
৩.	**ক) সাগরদিঘি শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: শ্রীমতি জেসমিন বিবি,** স্বামী- আজারুল হক **জামিনদার এবং বন্ধকদাতা: শ্রী আজারুল হক,** পিতা- নজরুল হক **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম- পোপাড়া, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২২৬।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাপ ২.৫ ডেসিমেল এবং তার উপর থাকা বিল্ডিং, **শ্রীমতি জেসমিন বিবির নামে,** উপহার দলিল নং I-৪৯০০ তারিখ ১১.০৯.২০১২ মূলে, মৌজা- পোপাড়া, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং ৪৫৪৩, দাগ নং ২৯৫৭, জমির প্রকৃতি: বাড়ি। **উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: আব্দুস সামাদ সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে: বাণীব্রত দাসের সম্পত্তি, পূর্বে: অনিন্দিতা প্রধানের সম্পত্তি, পশ্চিমে: অনিন্দিতা প্রধানের সম্পত্তি।	**ক) ৩০.১০.২০২৫** **খ) ২০.০৭.২০২৬** **গ) ৪২,৬৭,০৭৯.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার উনআশি টাকা মাত্র) **২০.০৭.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: সাগরদিঘি — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল নং: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যা যেমন আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৭.০৮.২০২৬** তারিখে **৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২৭.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** এবং **মনোজ কুমার গোয়েল, পূজা গোয়েল (জামিনদার)** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ইউনিট নং ১সি, ১ম ফ্লোর, বালাজী পয়েন্ট, আঠগাঁও, গুয়াহাটি -৭৮১০০১ (শহর), ৭৭৫ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ও একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার রয়েছে ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর যার দাগ নং ৫৫৫ কে.পি. পাট্টা নং ১৪৫ গ্রাম-সহ গুয়াহাটি, পার্ট-১, আঠগাঁও, মৌজা- গুয়াহাটি আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার মৌজার আওতাধীন এবং, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে** বিক্রয় দলিল নং ৬৪৫/২০১৪।	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৯,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৬,৯০,০০০/- টাকা ৩. বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. সম্পত্তি আইডি : SBIN203950003 ৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল
২	কোহিনূর রেসিডেন্সি, ভাগদুত্তপুর, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি, ৭৮১০১৯, (শহর) ১ম ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ ডি২ এবং ১এফ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ- ১৫৮৬.৬৫ বর্গফুট (কার্পেট এলাকা) এবং ১৭.২৬ পরিমাণ জমির উপর ৪.৫ লেচা মোট বা তার কম জমির আনুপাতিক পরিমাণ ১ বিঘা ১ কাঠা ৯ লেচা সমতুল্য,আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার উদালবাকরা, মৌজা - বেলতোলা গ্রামের কে.পি. পাট্টা নং ৭/১১০ (পুরানো), ১৩৯(নতুন) দাগ নং ৪৭৫ (পুরাতন), ২৫৯০ (নতুন) দ্বারা আচ্ছাদিত **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে** বিক্রয় দলিল নং ৫০২/২০১০	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬০,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৬,০০,০০০/- টাকা ৩. বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. সম্পত্তি আইডি : SBIN203950014 ৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল
৩	২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর কমবেশি ৭৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ ১ম ফ্লোরে একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিট নং ১ ডি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর ১ (এক)টি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার সহ , কে.পি. পাট্টা পাট্টা নং ১৪৫ এর দাগ নং ৫৫৫, গ্রাম- সাহার গুয়াহাটি, পার্ট-১, আটগাঁও, গুয়াহাটি মৌজার অন্তর্গত, কামরূপ (মেট্রো), আসাম, বিক্রয় দলিল নং ৬৪৪/২০১৪ **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে।**	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৬,৫০,০০০/- টাকা ৩. বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. সম্পত্তি আইডি : SBIN203950005 ৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল৩.০০টা
৪	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি ৩এন, ব্লক বি, তৃতীয় ফ্লোর, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর), পরিমাপযোগ্য মোট পরিমাপ- ১৩৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির উপর জমির মধ্যে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫/২০১১।	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৩,৫০,০০০/- টাকা ৩. বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. সম্পত্তি আইডি : SBIN203950006 ৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল
৫	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি- ৩এস, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক বি, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ - ১৩৮৬ বর্গফুট, ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির উপর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজকুমার গোয়েলের নামে** বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৭/২০১১।	১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ৩,৫০,০০০/- টাকা ৩. বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. সম্পত্তি আইডি : SBIN203950011 ৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল
৬	পার্ট- ১ : আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি. পাট্টা নং ৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৮ (২ কাঠা ৫ লেচা) এবং ৮০৯ (২ কাঠা ৫ লেচা) সহ [illegible] বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৯/২০১৪ এর মালিকানা **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** পার্ট-২ : আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি. পাট্টা নং ৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত [illegible] বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪ এর মালিকানা **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** পার্ট-৩ : আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি. পাট্টা নং [illegible] বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪ এবং **মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।**	১. সংরক্ষিত মূল্য: ২২,৯৫,০০,০০০/- টাকা ২. ইএমডি : ২,২৯,৫০,০০০/- টাকা ৩. বৃদ্ধির পরিমাণ: ২,০০,০০০/- টাকা ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. সম্পত্তি আইডি : SBIN203950027 ৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা দখলের ধরণ : বাস্তবিক দখল

(*) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-অকশনের জন্য : https://baanknet.com/eauction-psb/x-login দেখুন।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৬ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউক্রেনের কাছে পণ্যবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৪ ভারতীয়ের মৃত্যু

রুশ রাষ্ট্রদূতকে তলব বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: হরমুজের পর এবার ইউক্রেনের উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজে রুশ হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জন ভারতীয়ের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক ভারতীয় নাবিক। এই ঘটনার কড়া নিন্দা করার পাশাপাশি এবার পদক্ষেপ করল ভারত সরকার। ৪ ভারতীয় মৃত্যুর ঘটনায় তলব করা হল রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে। কেন বাণিজ্যিক জাহাজে ন্যক্কারজনক হামলা চালানো হল সে বিষয়ে জবাবদিহি করা হবে।

এই হামলার খবর সামনে আসার পরই কড়া বার্তা দেওয়া হয় ভারতের তরফে। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারত এই হামলার নিন্দা জানায়। বাণিজ্যিক জাহাজকে নিশানা করা ও নিরীহ নাবিকদের হত্যা করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। নৌ-চলাচল ও বাণিজ্যের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাস গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।'

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানা যাচ্ছে, গত ১৯ জুলাই ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সময় হামলার মুখে পড়ে 'গোল্ডেন লিও' ভুট্টাবাহী জাহাজটি। গিনি-বিসাউয়ের পতাকাবাহী এই জাহাজে মোট ১৭ জন নাবিক ছিলেন। বন্দর ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর পরপর ৩টি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যতরীটিতে আগুন লেগে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে আকাশ। কিয়েভের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জন জাহাজকর্মী এবং ১ জন পাইলটের। তাঁদের মধ্যে ৪ জন ভারতীয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক। ইউক্রেনের দাবি, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে রাশিয়া।

সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইউক্রেনে জাহাজে হামলা ও ৪ ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর ঘটনায় এবার রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে। দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি কেন এই হামলা চালানো হল তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের কাছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে রাশিয়াকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এই হামলার ঘটনায় কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সোনমকে হাসপাতাল বদলের অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: সোনম ওয়াংচুককে অবশেষে হাসপাতাল বদলের অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। আর তা নিয়ে কোনও আপত্তি জানাল না কেন্দ্রও। টানা ২৪ দিন অনশনের জেরে অসুস্থ সোনম তাঁর পছন্দের হাসতালেই চিকিৎসা করাতে পারবেন। মঙ্গলবার আদালত জানিয়ে দিয়েছে, মেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করে ওয়াংচুকের চিকিৎসা করাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, 'সোনমকে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হোক। সেখানে তাঁর চিকিৎসা হবে। সফদরজং হাসপাতালে এত দিন যে চিকিৎসা হয়েছে, তার সমস্ত নথি, রিপোর্ট এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য মেদান্ত হাসপাতালে পাঠাতে হবে।' একই সঙ্গে মেদান্ত হাসপাতালকে ওয়াংচুকের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি প্যানেল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ পরে জারি করবে আদালত।

উল্লেখ্য, ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে অ্যাংমো আদালতে আবেদন করেন, যন্তর মন্তরে দীর্ঘ অনশনের ফলে তাঁর স্বামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। সেই কারণেই সফদরজং হাসপাতালের বদলে তাঁরা মেদান্ত হাসপাতালে সোনমকে স্থানান্তর করতে চান।

কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, সোনমকে মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অমান্য করে তাঁকে যেন হাসপাতাল থেকে ছাড়া না-হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মেহতার দাবি, সোনমের আশপাশের কয়েক জন তাঁকে হাসপাতাল থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সোনম যদি ফের আন্দোলনস্থলে ফিরে যান, তা হলে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে বলে কেন্দ্রের আশঙ্কা। সফদরজং হাসপাতাল থেকে সোনমকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে রবিবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গীতাঞ্জলি। জরুরি ভিত্তিতে সেই শুনানি হয়। সোনমের স্ত্রী জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথ্য গোপন করছেন। তাই তাঁদের উপর আর তাঁর ভরসা নেই। তবে সে দিন ওই হাসপাতাল থেকে সোনমকে স্থানান্তরের কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত। নির্দেশ দিল মঙ্গলবার।

ইম্ফল পূর্ব জেলায় অবস্থিত অসম রাইফেলস (সাউথ)-এর মন্ত্রীপুখরি গ্যারিসনে নিষিদ্ধ ঘোষিত 'কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)'-এর ৪৬ জন সক্রিয় সদস্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই. খেমচাঁদ সিং-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

দিল্লিমুখী হাজার হাজার কৃষক

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজধানী দিল্লি। এরইমাঝে ২০২৪-এর স্মৃতি ফিরিয়ে এবার দিল্লিমুখী হাজারো কৃষক। পঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়া এই কৃষকদের আটকাতে কোমর বেঁধে নেমেছে হরিয়ানা সরকার। কোনওভাবে যাতে তাঁরা রাজধানীতে পৌঁছতে না পারেন তার জন্য অতীতের ছকে সিল করে দেওয়া হয়েছে শম্ভু বর্ডার। কংক্রিটের ব্লক, লোহার পেরেক ও বহুস্তরের ব্যারিকেড দিয়ে আন্তঃরাজ্য সীমান্তকে কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে এই আন্দোলন কৃষকদের।

হড়পা বানে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান

মৃত কমপক্ষে ২০, নিখোঁজ শতাধিক

কাবুল, ২১ জুলাই: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভূমিধস ও হড়পা বানে সেখানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২০ জনের, আহত হয়েছেন আরও ৮০ জন। হড়পা বানে নিখোঁজ হয়েছেন ১০০ জনের বেশি মানুষ। সোমবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

আফগানিস্তানের ভয়াবহ পরিস্থিতির একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিধ্বংসী বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি। কাদামাটির ভয়াল স্রোত। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ১০টিতেই বজ্র বিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। জনগণকে নদীর তীর এবং বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

আফগানিস্তানের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের (এএনডিএমএ) মুখপাত্র ইউসুফ হাম্মাদ জানান, বন্যার জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নুরিস্তান। বন্যার জেরে সেখানকার পারুন-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চলেছে। প্রাণহানির পাশাপাশি প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শত শত মানুষের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি তলিয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। আহত হয়েছেন আরও ৮০ জন। পাশাপাশি অন্তত ১০০ জন মানুষ নিখোঁজ। তাঁদের সন্ধানের পাশাপাশি জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

BOI

বর্ধমান জোনাল অফিস

৪৪৬/এন আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর - ২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

সংশোধনী

সম্পত্তি নিলাম অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন ২০.০৭.২০২৬ সংস্করণে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত (**ক্রম নং ৭) শাখার নাম : পড়তে হবে আপকার গার্ডেন-পুরুলিয়ার পরিবর্তে**। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

আরসিকে ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
আরও : ১১০৮, ১২তম তল, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গি রোড কলকাতা - ৭০০০৭১ (পব)
ইমেল - info@rckimpex.com/
সিন নং U51495WB1990PTC048589

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স আরসিকে ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১০৮, ১২তম তল, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গি রোড কলকাতা - ৭০০০৭১ সম্পর্কিত
... আবেদনকারী কোম্পানি/দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির রবিবার ২৮ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে (পুনে)**" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, (পব) - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আরসিকে ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
নির্মল কুমার রাইচাঁদ কোঠারি
তারিখ : ২২.০৭.২০২৬ **(ডিরেক্টর)**
স্থান : কলকাতা **(ডিন : ০০৬৪৩৯৯৭)**

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৬/২৯, তারিখঃ ১৫/০৭/২০২৬। পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য নির্মাতাদের পক্ষ থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের জন্যই নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ডাকা হচ্ছে। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে নজর রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার তাই কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দরপ্রস্তাবগুলি গৃহীত হবে। **ক্র. নং.; টেন্ডার নং.; স্টোরস-এর বিবরণ; পরিমাণ; খোলার তারিখ; টেন্ডার মূল্য** নিম্নরূপ ঃ **[১১৩]; ৩১২৬৫০০৮এ;** ডক ট্যাব-এ সংশ্লিষ্ট সরবরাহের সুযোগ অনুসারে প্যানেলসমূহ এবং হারনেস কেবেল-এর আরডিএসও অনুযায়ী উন্নয়নের প্রয়োগের জন্য কিট-এ থাকা দফাগুলির সেট; টেন্ডার/নথি অনুসারে; ০৫/০৮/২০২৬; ₹ ০.০০। **[১১৪]; ১৪২৬২৬৩৬;** ড্রয়িং/স্পেসি. নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৪৮/এ অনুসারে অয়েল পাম্প ব্র্যাকেট আটকানোর কাজ; টেন্ডার/নথি অনুসারে; ০৫/০৮/২০২৬; ₹ ০.০০। **[১১৫]; ১৪২৬২৯৯৩;** ড্রয়িং/স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১১৮/এম (সেট বিশদ সংশ্লিষ্ট রয়েছে) অনুসারে সিএলডব্লু/সিআরজে এবং ডানকুনির জন্য ডব্লুএজি-৯এইচসি (০৪টি দফা সমৃদ্ধ)-র অন্যান্য অংশের জন্য বাস বার-এর সেট; টেন্ডার/নথি অনুসারে; ১৩/০৮/২০২৬; ₹ ০.০০। **[১১৬]; ২৩২৬৫০৩৭এ;** ৩ কোর ১৮৫ বর্গ মিমি এক্সএলপিই অন্তরিত এবং পিভিসি আবৃত স্ট্র্যান্ডেড, স্ক্রিনড স্টিল স্ট্রিপ আর্মার্ড অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর কেবেল, ১১ কেভির জন্য রেটেড। (আইএস ঃ ৭০৯৮-২ অনুসারে), নির্মাতা-পলিক্যাব/হ্যাভেল'স/ফিনোলেক্স/ আরআর কেবেল/কেইআই বা সমতুল। [কোয়ান্টিটি টলারেন্স ((+/-)ঃ ৫%, দফা বিভাগ ঃ সাধারণ, মোট অনুমোদিত পিও ভ্যালু ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লাখ] টেন্ডার/নথি অনুসারে; ২০/০৮/২০২৬; ₹ ০.০০।

PR6/430 **পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া**

আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

দিল্লির বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত মা ও দুই কন্যা

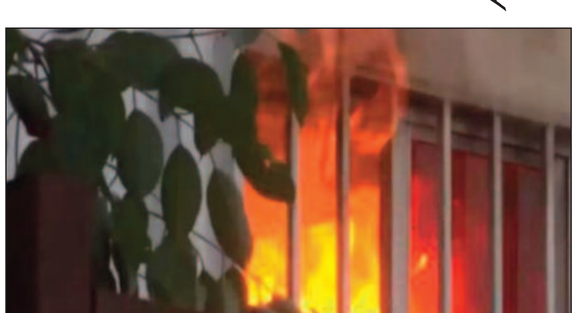

উদ্ধারের আর্জি জানিয়ে দমকলে ফোন

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই: দিল্লির এক বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মা এবং দুই কন্যার মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে দমকলকে ফোন করে উদ্ধারের আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দমকল পৌঁছোনোর আগে তিন জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে লোধি কলোনির এক বহুতলে। দমকল যখন পৌঁছোয়, তখন তারা দেখতে পায়, বাড়িটির বেশির ভাগই আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছিল। তিনটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দমকলকর্মীরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। একটি ঘরের ভিতর থেকে তিন জনের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে দমকল জানিয়েছে, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ঘর থেকে বার হওয়ার সুযোগ পাননি তিন জন। ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। দমকল সূত্রে খবর, সকাল ১০টা ২১ মিনিটে তাদের কাছে ফোন আসে। এক মহিলা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে। আমরা ভিতরে আটকে পড়েছি। দয়া করে আমাদের বাঁচান।' এ কথা বলার পরই ফোনটা কেটে গিয়েছিল। এই ফোন পেয়েই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দমকল। তার পর পুলিশ এবং দমকলের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সও নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কী ভাবে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। দমকল জানিয়েছে, আগুনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে।

ময়দান

কলকাতা লিগের সূচিতে ক্ষুব্ধ ব্যারেটো, একদিনের নোটিসে স্থগিত ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফুটবল লিগের সূচি নিয়ে অসন্তোষ যেন দিন দিন আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এবার সেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন তারকা এবং বর্তমানে জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। তাঁর অভিযোগ, এত অল্প সময়ের মধ্যে পরপর ম্যাচ খেলতে হওয়ায় ফুটবলারদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা কঠিন হয়ে উঠছে। পাশাপাশি লিগ পরিচালনার ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ব্যারেটো বর্তমানে জর্জ টেলিগ্রাফের দায়িত্বে রয়েছেন। মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ক্লান্ত মুখের ছবি পোস্ট করেন তিনি। সেই ছবির ক্যাপশনে লেখেন, '৯ দিনে ৪ ম্যাচ।' সঙ্গে ছিল ক্লান্তির ইমোজি। সংক্ষিপ্ত এই পোস্টেই স্পষ্ট হয়ে যায়, বর্তমান সূচি নিয়ে তিনি কতটা বিরক্ত। মাত্র নয় দিনের মধ্যে চারটি ম্যাচ খেলতে হলে ফুটবলারদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম, অনুশীলন কিংবা ম্যাচের প্রস্তুতির সুযোগ খুবই সীমিত হয়ে যায়। একজন কোচ হিসেবে সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। তবে এটাই প্রথম নয়। কয়েকদিন আগেও কলকাতা লিগের সংগঠন ও সূচি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন ব্যারেটো। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে লিগ শুরু হলেও এখন যেন দ্রুত শেষ করার তাড়া দেখা যাচ্ছে। তাঁর মতে, দলগুলি অনেক সময় আগেভাগে জানতে পারছে না পরের ম্যাচ কবে হবে। ফলে অনুশীলনের পরিকল্পনা, ফুটবলারদের রিকভারি এবং

কৌশলগত প্রস্তুতি, সবকিছুই বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যারেটো আরও প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রতিযোগিতার সমতা নিয়েও। তাঁর দাবি, বড় ক্লাবগুলি নিজেদের অধিকাংশ ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলছে, অথচ ছোট দলগুলিকে বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এতে প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলেই মনে করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কলকাতা লিগকে যদি সত্যিই একটি পেশাদার প্রতিযোগিতা হিসেবে তুলে ধরতে হয়, তাহলে সূচি তৈরি থেকে শুরু করে ম্যাচ আয়োজন, সব ক্ষেত্রেই আরও পরিকল্পিত ও স্বচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তিনি ছোট ক্লাবগুলিকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে মঙ্গলবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বেহালা এসএসের বিরুদ্ধে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত ম্যাচের মাত্র একদিন আগে সেটি স্থগিত করে দেয় আইএফএ। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধর্মতলা এলাকায় ২১ জুলাই উপলক্ষে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ম্যাচকে সামনে রেখেই ইস্টবেঙ্গল তাদের নতুন বিদেশি ফরোয়ার্ড ডেভিড লালহানসাঙ্গাকে কলকাতা লিগের জন্য রেজিস্টার করিয়েছিল। ফলে তাঁর অভিষেকও আপাতত পিছিয়ে গেল। নতুন তারকাকে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা থাকলেও ম্যাচ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় সেই অপেক্ষা আরও কিছুদিন বাড়ল। সব মিলিয়ে কলকাতা লিগের সূচি, ম্যাচ পরিচালনা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ব্যারেটোর মতো অভিজ্ঞ ফুটবল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানানোয় বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এখন দেখার, আইএফএ এই অভিযোগগুলিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতে সূচি ও আয়োজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting e-Tender

1. Open Tenders are being invited by the Administrator, North Barrackpore Municipality from Manufacturer/ bonafied suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 716/NBM/Store (2026_MAD_5017041_1)
Date: 20.07.2026
Sub.: Procurement of Electrical Items
Tender Reference No.: 717/NBM/Store (2026_MAD_5017043_1)
Date: 20.07.2026
Sub.: Procurement of Tyre, Tube, Rims, Ring Guards
Last date of submission of tender:
03.08.2026 within 5 PM.
2. This is to notify all concerned that the date of the tender notice published in "Ekdin", "Echo of India" and "Bishwamitra" on 21.07.2026 for procurement of conservancy Items and Stationary Items are here by rectified:
Tender Reference No.: 709/NBM/Store (2026_MAD_5017014_1)
Date: 17.07.2026
Sub.: Procurement of Stationary Items
Tender Reference No.: 710/NBM/Store (2026_MAD_5017015_1)
Date: 17.07.2026
Sub.: Procurement of Conservancy Items
For details see
http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Sewerage Line at Interconnection Road between Aldrin Path and Apollo Ave. within Ward- 27, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-13/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017129_1 • Estimated Amount : 1,85,444/-
Last Date : 29th July 2026, 05:00 pm

2) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing at Gitanjali Park, Bengal Ambuja, City Centre Ward No.- 22, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-25/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017117_1 • Estimated Amount : 4,45,161/-
Last Date : 29th July 2026, 05:00 pm

3) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing at Sail Cooperative Ward No.- 22, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-26/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017122_1 • Estimated Amount : 4,45,898/-
Last Date : 29th July 2026, 05:00 pm

4) Name of the Work: Extension of Lt O/H Distribution of ACSR Conductor and Pole Mounted Street Light Panel Box at ITI Gosai Tala Basti and Sramik Pally, under Ward No.- 28 and 29 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-11/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017154_1 • Estimated Amount : 1,41,679/-
Last Date : 29th July 2026, 05:00 pm

5) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings and Steel Tubular Pole at Milan Pally L- Block, under Ward No.- 11 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-12/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017148_1 • Estimated Amount : 1,53,983/-
Last Date : 29th July 2026, 05:00 pm

6) Name of the Work: Repairing of Bitumin Road by Mastic Asphalt from Roy Gumti to Kalabagan Main Road within Ward No.- 23, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-048/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017139_1 • Estimated Amount : 18,26,361/-
Last Date : 05th August 2026, up to 05:00 pm

7) Name of the Work: Installation of Led Flood Light Fittings on existing Poles, Erection of new Poles for surrounding area illumination and Electrical Distribution Wiring for the Toilet Block at Major Park, under Ward No.- 07, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-13/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017153_1 • Estimated Amount : 7,89,853/-
Last Date : 29th July 2026, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : tenders.wb.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

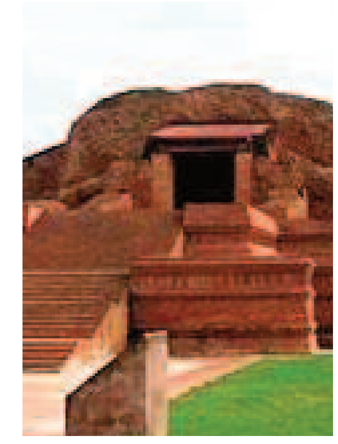

ভিন্ন আঙ্গিকের দুই জাগ্রত সতীপীঠ

অরিন্দম ঘোষ

সতীর দেহত্যাগের পর দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে নিয়ে নৃত্য করছিলেন। কিছুতেই থামছিল না সেই প্রলয়নৃত্য। তখন বিষ্ণু তাঁকে শান্ত করার জন্য সুদর্শনচক্রের মাধ্যমে সতীর দেহ ৫১ টি টুকরো করেন। দেহের বিভিন্ন খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এইভাবেই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে । যে সমস্ত স্থানে সেগুলো পড়েছিল সেইসমস্ত স্থানে গড়ে ওঠে এক - একটা পবিত্র সতীপীঠ । আজ আমরা সেরকমই জাগ্রত দুটো সতীপীঠের গড়ে ওঠার কাহিনী নিয়ে আলোচনা করব। এই দুই জাগ্রত সতীপীঠে সারা বছর ও বিশেষ সময়ে অগণিত ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে ।

(১)

নির্জন, নিরিবিলি, লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে গড়ে ওঠা এরকমই এক সতীপীঠ হলো রত্নাবলী সতীপীঠ । প্রায় ৭০০ বছরের পুরনো এই পীঠের পাশ দিয়ে একসময় তিরতির ক'রে আপন ছন্দে বয়ে চলত রত্নাকর নদী ।

পাশেই শ্মশানভূমি । রত্নাকর নদীর নাম অনুসারে এখানে মায়ের নাম রত্নাবলী, যদিও রত্নাকর নদী বর্তমানে তার চলার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়েছে । ক্রমশ মজে যেতে যেতে এই নদী বর্তমানে প্রায় খালে পরিণত হয়েছে । পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে , সতীর দক্ষিণ স্কন্ধ বা ডান কাঁধ এখানে পতিত হয়েছিল । ৫১ সতীপীঠের অন্যতম হুগলি জেলার খানাকুলে অবস্থিত এই সতীপীঠ । ঘন্টেশ্বর শিব মন্দিরের পাশেই এর অবস্থান । স্থানীয়দের কাছে মা রত্নাবলী এখানে আনন্দময়ী নামেই বেশি পরিচিত। মা এখানে কুমারী , পার্শ্ববর্তী ঘন্টেশ্বর শিব মন্দিরে মহাদেবের ভৈরব রূপ হলো ঘন্টেশ্বর । বিভিন্ন সময় বহু তন্ত্রসাধক ও ব্রহ্মচারীগণ এই শক্তিপীঠে এসে তন্ত্রসাধনা করেছেন। তন্ত্রকৃষ্ণসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও এখানে এসেছিলেন তন্ত্রসাধনা করার উদ্দেশে। ' কাব্য মীমাংসা ' গ্রন্থেও এই জাগ্রত সতীপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী , ৭১৪ সালে এই অঞ্চলে আসেন বর্ধমানের জমিদার বংশের এক সন্তানত্ত তাঁর নাম স্বরূপনারায়ণ ব্রহ্মচারী । একদিন গভীর রাত্রে তিনি দেখতে পান যে , শিমুল গাছের তলায় একটা জায়গা থেকে তীব্র আলো নির্গত হয়ে জায়গাটাকে আলোকিত করে তুলছে । সেই আলোকজ্যোতি অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যান সাধক । সেখানে তিনি একটা প্রস্তরখণ্ডের সন্ধান পান । তৎক্ষণাৎ তিনি ধ্যানে বসে স্তব করতে থাকেন । ধ্যানযোগে তিনি জানতে পারেন যে , সতীমায়ের দক্ষিণ স্কন্ধের অঙ্গের টুকরো এখানে পড়ে আছে । এই পাথরের টুকরোই দেবীর সেই অঙ্গ । এরপর স্বরূপনারায়ণ ব্রহ্মচারী দেবীর স্বপ্নাদেশ পান। সেই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সেখানে দেবীমূর্তি তৈরি করেন ও প্রতিষ্ঠা করেন । বাকি জীবন মায়ের সাধনা করেই অতিবাহিত ক'রে এখানেই দেহত্যাগ করেন । স্বরূপনারায়ণের মৃত্যুর পর জানা যায়নি যে , তিনি কোথায় পাথরের টুকরোটি রেখে গিয়েছেন । আসলে কাউকেই তিনি সেটা বলে যাননি । তাই বর্তমানে এই দেবী মূর্তিকেই ভক্তিভরে পুজো করা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে , স্বরূপনারায়ণ ব্রহ্মচারীর নির্দেশে দেবীর পুজোর সময় এখনও প্রথম সংকল্প স্বরূপনারায়ণের নামেই করা হয়ে থাকে।

প্রথমদিকে দেবী ও ভৈরবে দু'টি মন্দিরই ছিল তালপাতায় ছাওয়া । পরবর্তীকালে গ্রামবাসীরা মন্দিরের জন্য জমি দান ক'রে পাকা মন্দির নির্মাণ করেন। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এই সতীপীঠ। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন মায়ের টানে। পুজোর জন্য বিভিন্ন উপাচার নিবেদন করেন তাঁরা। মানত পূরণ হয়ে যাওয়ার পর ছাগ বলির প্রথা প্রচলিত। সন্ধ্যার সময় প্রথম দেবীর আরতি হয়। তারপর ভৈরবের আরতি সম্পন্ন হয়।

দেবীর নিত্যসেবায় ফল, মিষ্টির সঙ্গে অন্নভোগও থাকে । আশ্বিন ও চৈত্র মাসে এখানে মহাসমারোহে নবরাত্রি উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা, দীপান্বিতা অমাবস্যা ও মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশীতে দেবীর বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এই পীঠের কুণ্ডের জল অত্যন্ত পবিত্র বলে ভক্তরা বিশ্বাস ক'রে থাকেন।

দেবী রত্নাবলী এখানে মুণ্ডমালিনী , চতুর্ভূজা ও দিগম্বরী । তাঁর দুই বাম হাতের একটিতে রয়েছে খাঁড়া, অন্যটিতে অসুরের মাথা। দুই ডান হাতের একটিতে আছে বর , অন্যটিতে অভয় মুদ্রা । দেবীর মাথায় মুকুট ও গলায় হার।

এই জাগ্রত সতিপীঠকে ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে নানারকম লৌকিক ও অলৌকিক কাণ্ডকারখানা । রত্নাবলী মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে কোনো প্রকার আলোর ব্যবস্থা নেই । স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো যে ,একসময় মূল মন্দিরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল । কিন্তু, মায়ের ইচ্ছায় কোনো প্রকারের আলোই স্থায়ীভাবে কার্যকর করা যায়নি। তাই মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে মা আজও প্রদীপ বা মোমবাতির আলোয় পূজিতা হন।

মায়ের মন্দিরের পাশে মন্দির চত্বরে আরও কিছু মন্দির রয়েছে , যেমন ত্ত অন্নপূর্ণা মন্দির, বিশালাক্ষী মন্দির , রাধাগোবিন্দ মন্দির , ষষ্ঠী মন্দির ইত্যাদি ।

হাওড়া - তারকেশ্বর মেন লাইনে তারকেশ্বরে নেমে সেখান থেকে গড়েরঘাটগামী বাসে ক'রে খানাকুল রাধানগর বাসস্টপে নামতে হবে । এই বাসস্টপ থেকে কিছুটা হেঁটে এগিয়ে গেলেই এই শক্তিপীঠ দর্শন করা যায়।

(২)

আর একটা সতীপীঠের কথা শোনানো যাক। নদীয়া জেলার শান্তিপুর রেল স্টেশনের তিন নম্বর রেলগেট থেকে কিছুটা ভেতর দিয়ে গেলেই এই জাগ্রত সতীপীঠ দর্শন করা যায় । নিরুপদ্রব , নিরিবিলি বিস্তীর্ণ আমবাগান । কেউ কোত্থাও নেই , কেবল নানারকম পাখির কূজনে এক গা ছমছমে রোমাঞ্চকর পরিবেশ । এক - একটা আমগাছ যে বহু পুরনো তাদের গায়ে গজিয়ে ওঠা শ্যাওলা সেকথা পরিষ্কারভাবে জানান দিচ্ছে ।ছায়া সুনিবিড় , সুশীতল এই প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে গেল গেলে চোখে পড়বে কাঁটাতার দিয়ে তৈরি বেষ্টনী । এই বেষ্টনী ভেদ ক'রে আরও কিছুটা অগ্রসর হলেই এই জাগ্রত সতীপীঠ দর্শন করা যায়। এই পীঠ নোয়াজনীতলা বা নোয়াজনীপীঠ নামে পরিচিত । সতীর দেহচ্ছেদের সময় তাঁর হাতের নোয়া এখানে পতিত হয়েছিল বলে শোনা যায়।

প্রচলিত লোককাহিনী অনুসারে জানা যায় যে, পীঠের অদূরে বয়ে চলা সুরধনী গঙ্গার মাথায় পতিত হয়েছিল মায়ের নোয়া । তাই সেখান থেকেই এই স্থান নোয়াজনী মাতার থান নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যাই হোক, সতী মায়ের নোয়া পতিত হওয়ার পর ভক্তদের কাছে সেকথা অজ্ঞাতই থেকে যায় । বিশ্বমিত্র মুনি এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। সেইসময় তিনি ধ্যানযোগে জানার পর এই খবর প্রথম প্রচার ক'রে যান। তারপর থেকেই মানুষের মুখে মুখে সেকথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কামাখ্যাসিদ্ধ, কামরূপসিদ্ধ প্রভৃতি বহু তান্ত্রিকের দেখা মিলল এখানে। তাঁদের কাছ থেকে জানা গেলো যে, তখন থেকে মা এখানে শিলারূপে পূজিতা হয়ে আসছেন।

মা মনসা ও মহাদেবের বেদীর সামনেই নোয়াজনী মাতার বেদী । মায়ের মূল বেদীর পিছনে লাল শালু কাপড় জড়ানো বিশালাকৃতি এক বটগাছ । শোনা যায়, মা মনসার সাঙ্গপাঙ্গরা খুব শান্তিতে এখানে নিরুপদ্রব জীবনযাপন ক'রে থাকে। সাধুদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে বিছানার পাশে রাখা দু'টো নরমুণ্ড সহ মা তারার দেখা মেলে ।

একজন সাধু জানালেন যে নোয়াজনী মাতাকে প্রসাদ নিবেদন করার সময় একটা বাদামি পাখি খুঁটিতে বাধা মালসা থেকে প্রতিদিন প্রথম প্রসাদ সেবন করে । সে প্রসাদ খাওয়ার পর তবেই ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এইভাবেই যুগ- যুগান্ত ধ'রে জেগে রয়েছে বহু শতাব্দী প্রাচীন এই দুই জাগ্রত সতীপীঠ । বহুল প্রচারিত যে সমস্ত সতীপীঠ আমরা দর্শন ক'রে থাকি তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম এই দুই পীঠ দর্শন করার পর মনের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জাগরিত হতে বাধ্য। দু'টি পীঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই কথা বলে জানা গেলো যে , অত্যন্ত জাগ্রত এই দুই পীঠে মাকে মন থেকে ডাকলে কখনও তিনি ভক্তদের নিরাশ করেন না এবং সেক্ষেত্রে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই।

ইটের শরীরে সময়ের স্পন্দন

বিক্রমশীলা

সঞ্জয়কুমার দাস

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। / দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী; / মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, / কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু / রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন; / মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঐকাতান' কবিতার সূচনাটিই যেন ভ্রমণ-পিপাসায় জারিত করে আমাদের। আদিতে ভ্রমণ ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন ভ্রমণ বলতে সময়ের গায়ে হাত রেখে অতীতের স্পন্দন অনুভব করা। কখনও নদী, কখনও পাহাড়, কখনও ধ্বংসস্তূপ কিংবা কোনো প্রাচীন ইটের স্তূপ আমাদের সামনে খুলে দেয় বহু শতাব্দী আগের এক বিস্মৃত সভ্যতার দরজা। ফরাক্কা থেকে বিক্রমশীলার পথে বেরিয়ে আমি যেন সেই দরজারই কড়া নাড়তে গিয়েছিলাম।

ভোরের আলো তখনও পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। ফরাক্কার আকাশে বর্ষার মেঘের সঙ্গে সূর্যের লুকোচুরি চলছে। গঙ্গার জল বর্ষার কর্দমাক্ত ঘোলা। বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ। আমরা কয়েকজন, জঙ্গীপুর ষষ্ঠ শিল্প-সাহিত্য উৎসব আয়োজনে যারা দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে নিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজন মিলে একদিবসীয় ভ্রমণবিলাসে মালদা-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে উঠলাম। গন্তব্য বিহারের ভাগলপুর জেলার অন্তিচক গ্রামে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহার। দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু পথের প্রতিটি বাঁক যেন এক একটি নতুন অনুভবের জন্ম দিচ্ছিল।

ফরাক্কা ব্যারাজ পেরিয়ে ট্রেন পথ এগোতে থাকল বিহারের দিকে। আমি মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেনে উঠি। বাকিরা অপেক্ষা করছিলেন নিউ ফরাক্কা জংশনে। রাস্তার দুই পাশে ধানক্ষেত, ভুট্টার জমি, কলাবাগান আর ছোট ছোট গ্রাম। কোথাও কৃষকের কাঁধে লাঙল, কোথাও মাঠে সাদা বকের সারি। মাঝে মাঝে চায়ের দোকান। কেটলির ধোঁয়া আর আদা-চায়ের গন্ধ পথিককে ডাক দেয়। মনে হচ্ছিল, এ পথ বহু শতাব্দী ধরেই মানুষের যাতায়াতের সাক্ষী। হয়তো এই পথ দিয়েই কোনোদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞান অন্বেষণে গিয়েছেন, আবার কোনোদিন রাজদূত কিংবা বণিকও পেরিয়ে গেছেন।

পথ যত এগোয়, মন ততই ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিক্রমশীলা নামটি উচ্চারণ করলেই মনে পড়ে পাল যুগের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা। অষ্টম শতকে পাল সম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মহাবিদ্যালয়। একসময় এটি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। নালন্দার সঙ্গে যার নাম একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতো। দর্শন, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, তন্ত্র, বৌদ্ধধর্ম, ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ চলত এখানে। তিব্বত, নেপাল, ভুটান, চীন, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু ছাত্র এখানে বিদ্যা অর্জনের জন্য আসতেন। সকাল ৮ টা ৫০ নাগাদ আমরা কাহালগাঁও স্টেশনে নামলাম। বিহারে এসেছি আর লিট্টিচোখা চাখা হবে না তাই কি হয়? সে পর্ব সমাপ্ত হলে অটো রিজার্ভ করর গন্তব্যে যাত্রা। দুধারে জনবসতি, শস্যক্ষেত দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমরা মুর্শিদাবাদেই রয়েছি। তেমন তফাৎ চোখে পড়েনি। কয়েক ঘণ্টার পথ শেষে দূরে লালচে ইটের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়তেই মনে হলো, ইতিহাস যেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম। এতদিন বইয়ের পাতায় পড়া বিক্রমশীলা আজ বাস্তব। আধুনিক প্রবেশদ্বার, টিকিট কাউন্টার, ঝা চকচকে মিউজিয়াম, বিশ্রামবাগান এবং ইটের চাদর মোড়া আধুনিক রাস্তায় মন এইয়ে চলল, শরীরের বহু আগেই। এদেশীয়দের জন্য ২৫ টাকা এবং বিদেশিদের জন্য ৩০০ টাকার প্রবেশমূল্য।

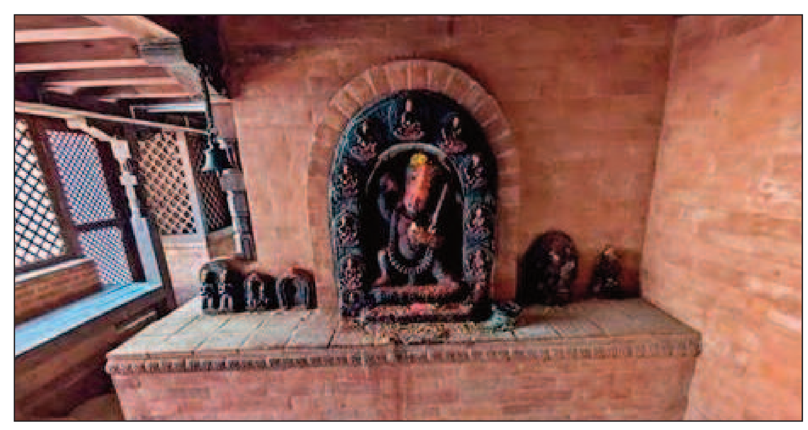

ভেতরে ঢুকতেই প্রথমেই চোখে পড়ে বিশাল চতুষ্কোণ পরিকল্পনায় নির্মিত মহাবিহারের অবশেষ। মাঝখানে উঁচু স্তূপসদৃশ মন্দির, চারদিকে সারি সারি ভিক্ষুকক্ষ। প্রতিটি কক্ষ যেন নীরব ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এখানে কেউ ধ্যান করতেন, কেউ পুঁথি লিখতেন, কেউ বিতর্কে অংশ নিতেন, কেউ আবার দূরদেশের ভাষা শিখতেন। আজ সেখানে কেবল বাতাসের শব্দ। কিন্তু সেই নীরবতাও যেন হাজার বছরের ভাষা জানে।

ইট-পাথরে স্পর্শানুভূতি নিলাম। সাধারণ পোড়া ইট। অথচ এই ইটই হয়তো কোনোদিন একজন পণ্ডিতের পদস্পর্শ পেয়েছিল। হয়তো এখানে বসেই কোনো অজ্ঞাত ভিক্ষু লিখেছিলেন এমন কোনো গ্রন্থ, যার অনুবাদ আজও তিব্বতের কোনো মঠে সংরক্ষিত। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিস্ময় বোধহয় এখানেই। মানুষ হারিয়ে যায়, কিন্তু তার জ্ঞানের আলো থেকে যায় অনন্তকাল।

মহাবিহারের মাঝখানের বিশাল স্তূপের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল, সময় যেন উল্টো দিকে হাঁটছে। চোখ বন্ধ করতেই কল্পনায় ভেসে উঠল গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত শত শত ভিক্ষু। ঘণ্টাধ্বনি বাজছে। শ্রেণিকক্ষে গুরু শিষ্যদের পাঠ দিচ্ছেন। কোথাও তর্কসভা চলছে। কোথাও সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি। কোথাও আবার তালপাতার পুঁথিতে কলমের আঁচড়।

বিক্রমশীলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছেন মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। এখানকার অন্যতম প্রধান আচার্য ছিলেন তিনি। পরে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন। এই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দাঁড়িয়ে তাঁর কথা মনে পড়তেই এক অদ্ভুত শিহরণ জাগল। কত বড় মানুষ এই পথ দিয়ে হেঁটেছেন! কত ভাবনা, কত দর্শন, কত আলোকপ্রাপ্তির ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই ইটের ভাঁজে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের যত্নে সংরক্ষিত স্থাপত্যগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে বোঝা যায়, পরিকল্পিত স্থাপত্যে নির্মিত হয়েছিল সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রটি। বায়ু চলাচল, আলো, অধ্যয়ন, ধ্যান, সমবেত প্রার্থনা, সবকিছুরই ছিল সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। আজকের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বিস্ময় আরও বাড়ে। এক হাজার বছরেরও আগে এমন সুসংগঠিত আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই অভাবনীয়।

দুপুরের রোদ তখন ধীরে ধীরে নরম হচ্ছে। চারদিকে খুব বেশি পর্যটক নেই। ফলে জায়গাটা আরও রহস্যময় মনে হচ্ছিল। কয়েকটি প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও ঘাসের ফাঁকে বুনো ফুল। একটি কাঠবিড়ালি ইটের গা বেয়ে ছুটে গেল। মনে হলো, প্রকৃতি যেন ধীরে ধীরে নিজের কোলে ফিরিয়ে নিচ্ছে ইতিহাসকে। এক কোণে বসে কিছুক্ষণ শুধু তাকিয়ে রইলাম। মানুষের সব অর্জনের শেষ পরিণতি কি তবে ধ্বংস? আবার মনে হলো, না। ইট ভেঙেছে, প্রাসাদ হারিয়েছে, কিন্তু জ্ঞানের ঐতিহ্য তো এখনও বেঁচে আছে। পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও বিক্রমশীলার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সভ্যতা ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের উত্তরাধিকার কখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় না।

মহাবিহারটি দেখভালের জন্য যেসকল রক্ষীগণ রয়েছেন তাঁদের একজন বললেন 'উধার কোণে মে লাইব্রেরি হ্যায়'। আমরা তখন মূল বৌদ্ধবিহারটির তৃতীয় তলে অবস্থান করছিলাম। লাইব্রেরির কথা শুনে একপায়ে খাড়া। দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে লাইব্রেরির পথে এগিয়ে যেতেই সুসজ্জিত আম্রকানন দৃষ্টির পাথারে সৌরভ ছড়িয়ে দিল। আকাশ মেঘলা, আর হাওয়ায় ঘাসেদের মাথা দোলানো দেখে মনে পড়ে যাচ্ছিল শৈশবে পড়া জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা লাইনগুলি, 'আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল / হাওয়াতে দোলাই মাথা, / তুলো না মোদের দলো না পায়ে / ছিঁড় না নরম পাতা। / শুধু দেখ আর খুশি হও মনে / সূর্যের সাথে হাসির কিরণে / কেমন আমরা হেসে উঠি আর / দুলে দুলে নাড়ি মাথা।' শেষপর্যন্ত আমরা আম্রবীথি অতিক্রম করে পৌঁছলাম সেই গ্রন্থাগারে যেখানে একদা বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুরা ভিড় জমাতেন। ফেরার আগে স্থানীয় কয়েকজন মানুষের সঙ্গে কথা হলো। তাঁদের কণ্ঠে ছিল গর্ব। তাঁরা জানালেন, শীতকালে বহু দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে আসেন। কেউ ইতিহাস খুঁজতে, কেউ গবেষণার কাজে, কেউ নিছক কৌতূহলবশে। তাঁদের কথায় বুঝলাম, বিক্রমশীলা অতীতের স্মারকমাত্র নয়, বর্তমানেরও এক জীবন্ত পরিচয়।

বিকেলের আলো তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আমরা ফেরার পথে গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু এবারে আমাদের গন্তব্য শান্তি বাবা, বাঙালি বাবা এবং পাঞ্জাবি বাবা নামক দ্বীপে যা বিক্রমশীলা দ্বীপ নামেও খ্যাত। কেউ কেউ আবার থাইল্যান্ড দ্বীপও বলে থাকেন। এটি এশিয়া মহাদেশের অন্যতম ডলফিন অভয়ারণ্যও বটে। আমরা বোটে করে পৌঁছলাম সেই দ্বীপগুলিতে। পাঞ্জাবিবাবা দ্বীপেই হলো আমাদের কবিতাযাপন। এক অলৌকিক অনুভূতি। দ্বীপগুলিতে গুপ্ত ও পাল রাজত্বকালের গুহা-মন্দির রয়েছে। গঙ্গার দিক থেকে হালকা বাতাস আসছে। আকাশ ঘিরে তখন কালো মেঘের ছায়া। নাবিকের তাড়নায় ফিরলাম পাড়ে। সেখান থেকে হেঁটে স্টেশনচক। হোটেলে ভাতের সন্ধান। খাওয়া-দাওয়া শেষে স্টেশন পৌঁছনো। স্টেশনে পৌঁছনোর মিনিট দশেকেই মুষলধারে বৃষ্টি।

নির্ধারিত সময়েই এলো ট্রেন। জানালার বাইরে ছুটে চলেছে সবুজ মাঠ, ছোট্ট গ্রাম, নদী আর মানুষের জীবন। কিন্তু আমার মন পড়ে রইল সেই লাল ইটের ধ্বংসস্তূপে। ফরাক্কায় ফিরে যখন সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে, তখন মনে হচ্ছিল, এক দিনের এই সফর যেন কয়েক শতাব্দীর পথচলা। আমরা ভেবেছিলাম একটি প্রত্নস্থল দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু ফিরলাম ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানবসভ্যতার এক গভীর উপলব্ধি নিয়ে।

বিক্রমশীলা শেখালো, সভ্যতার প্রকৃত শক্তি রাজপ্রাসাদে নয়, অস্ত্রভাণ্ডারে নয়, জ্ঞানের ভাণ্ডারে। যে সমাজ জ্ঞানকে লালন করে, সেই সমাজই যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে। ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি ইট যেন সেই কথাই নীরবে বলে যায়। ফরাক্কা থেকে বিক্রমশীলার এই ভ্রমণ তাই আমার কাছে এক অমূল্য প্রাপ্তি। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংলাপ, ইতিহাসের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের সাক্ষাৎ এবং জ্ঞানের প্রতি নতুন করে মাথা নত করার এক বিরল অভিজ্ঞতা। রস্ত্রি নটা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু রেশ তখনও আছে। সেই যাত্রার অনুরণন আজও মনের ভেতর বেজে চলেছে। মনে হয়, আবার কোনো এক ভোরে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে রওনা হব, কারণ ইতিহাসের পথে একবার হাঁটলে সেই পথ মানুষকে বারবার ডেকে নেয়।